পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 340 Sunday, 15 November 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৪০ সংখ্যা * ২৮ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা




## বাইরে ‘চোর চোর’ স্লোগান

## ভবানীপুরর থানায় অভিষেককে সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে থানায় জেরা!

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ নভেম্বর ঃ** থানার ভিতরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বাইরে তাঁকে লক্ষ্য করে উঠল ‘চোর চোর’ স্লোগান। গুজরাটিদের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে শনিবার ভবানীপুর থানায় হাজিরা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা থানার ভিতরে থাকার পর বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ বেরিয়ে আসেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানান অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরেই মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। শনিবার দুপুর ১২টা ২৩ মিনিটে ভবানীপুর থানায় পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাজিরাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল। অভিষেক থানার ভিতরে থাকাকালীন বাইরে জড়ো হন একাধিক মানুষ। সেখান থেকেই তাঁর উদ্দেশে ‘চোর চোর’ স্লোগান ওঠে। অন্যদিকে, থানার বাইরে ভিড় জমাতে শুরু করেন অভিষেকের অনুগামীরাও। ফলে গোটা এলাকা ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। দীর্ঘ সময় থানায় থাকার পর বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে যান তৃণমূল সাংসদ। কী কারণে এই পুলিশি তলব? ঘটনার সূত্রপাত গত ২ মে। ওই দিন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ‘গুজরাটি গ্যাংয়ের হাতের পুতুল’ বলে উল্লেখ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি পোস্ট করেছিলেন অভিষেক। তাঁর সেই মন্তব্যকে ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ, অভিষেকের এই মন্তব্যে গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। গত ২৭ মে অর্ণবকান্তি দাস নামে এক ব্যক্তি ভবানীপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারীর দাবি, একজন সাংসদের কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য প্রত্যাশিত নয়। এই ধরনের বক্তব্যের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে বলেও অভিযোগ করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেকের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো, বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধে প্ররোচনা এবং গুজব ছড়ানোর মতো অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার তদন্তের স্বার্থেই তাঁকে শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার মধ্যে ভবানীপুর থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই থানায় পৌঁছন তৃণমূল সাংসদ। থানা থেকে বেরিয়ে কালীঘাটের বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিষেক। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, তদন্তকারী সংস্থার ডাকে তিনি কখনও সাড়া দিতে অস্বীকার করেননি। যখনই তাঁকে ডাকা হয়েছে, তিনি হাজির হয়েছেন এবং তদন্তকারীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এবারও তদন্তের স্বার্থে সহযোগিতা করেছেন। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।

## ভানুয়াতুতে অভিষেকের নিজস্ব দ্বীপ! বিস্ফোরক দাবি মদন মিত্রের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ** ভানুয়াতুতে নাকি আস্ত একটি দ্বীপ রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের! এমনই বিস্ফোরক দাবি করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্র। শুধু দ্বীপ থাকার অভিযোগই নয়, অভিষেককে আগামী কয়েক বছরের জন্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে ওই দ্বীপে গিয়ে থাকার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। মদনের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। মদন মিত্রের দাবি, ভানুয়াতুতে অভিষেকের নিজস্ব একটি দ্বীপ রয়েছে। সেখানে বিনয় মিশ্র-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা থাকেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফেও এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মদনের বক্তব্য, আপাতত পুরভোট নিয়ে অভিষেকের বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বরং আগামী কয়েক বছর রাজনীতির বাইরে থেকে নিজের দ্বীপে গিয়ে সময় কাটানোই তাঁর পক্ষে ভালো হবে। কটাক্ষের সুরে মদন বলেন, এবারের পুরভোটটা ছেড়ে দিন। ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে দেখা হবে। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে নতুন করে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে আর্থিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের বিদেশে আশ্রয় নেওয়ার প্রসঙ্গে ভানুয়াতুর নাম সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। নীরব মোদি, মেহুল চোকসি এবং বিনয় মিশ্রের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেককে আক্রমণ করেন মদন। তবে ভানুয়াতুতে অভিষেকের দ্বীপ থাকার অভিযোগের কোনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা প্রমাণ সামনে আসেনি। এখানেই থেমে থাকেননি মদন মিত্র। অভিষেকের চোখের চিকিসার জন্য আমেরিকা সফর এবং চার্টার্ড বিমানে যাতায়াতের প্রসঙ্গ তুলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

## শেষের পথে বাণিজ্য চুক্তি! শীঘ্রই সইয়ের আশায় জয়শঙ্কর

**নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ** ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবশেষে ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলল। চুক্তির অধিকাংশ বিষয়েই ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। বাকি কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। শনিবার এমনটাই জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর আশা, খুব শীঘ্রই চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। জয়শঙ্কর বলেন, আলোচনা এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। বেশিরভাগ বিষয় মিটে গেলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও বাকি। তাঁর দাবি, অবশিষ্ট বিষয়গুলির বেশিরভাগই আমেরিকার দিক থেকে সমাধান হওয়া প্রয়োজন। ভারতের অবস্থানে বড় কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। জয়শঙ্করের কথায়, শুল্ক সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় ধরে ধরে আলোচনা করেছে নয়াদিল্লি। এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হলেও দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। ভারতের লক্ষ্য, এমন একটি চুক্তি করা যাতে দেশের উৎপাদন ক্ষেত্র শক্তিশালী হয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ বাড়ে। এদিকে আগামী মাসে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই বৈঠকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। চুক্তি কার্যকর হলে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগ ও রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা জানাননি বিদেশমন্ত্রী। আপাতত শেষ কয়েকটি জটিলতা কাটার অপেক্ষায় নয়াদিল্লি।

## বিজেপিতে ‘তৃণমূলীকরণ’ অভিযোগ! শৃঙ্খলাভঙ্গের জেরে ২২ নেতাকে শোকজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ** রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এবার কি বিজেপির অন্দরেই মাথাচাড়া দিচ্ছে ‘দখল সংস্কৃতি’? দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙে নিজেদের মতো করে সংগঠন চালানোর অভিযোগ উঠছে নিচুতলার একাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে। বারবার সতর্কবার্তা, কড়া নির্দেশ এবং শীর্ষ নেতৃত্বের হুঁশিয়ারিতেও যে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, তা নিয়ে এবার উদ্বিগ্ন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং দলবিরোধী কাজের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ২২ জন নেতাকে শোকজ করেছে দল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক জেলা সভাপতি, একাধিক মণ্ডল সভাপতি এবং বুথ সভাপতি। শোকজের জবাবে সন্তুষ্ট না হলে সংশ্লিষ্ট নেতাদের সাসপেন্ড করার পথেও হাঁটতে পারে বিজেপি। রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকেই দলের নেতা-কর্মীদের বারবার সতর্ক করছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, ক্ষমতায় আসার অর্থ এই নয় যে দলের যে কোনও নেতা নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেবেন কিংবা সংগঠনের নামে বলপ্রয়োগ করবেন। দলীয় নিয়ম এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা মেনেই প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, নেতৃত্বের সেই নির্দেশকে কার্যত উপেক্ষা করেই বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের মতো করে সংগঠন পরিচালনা করছেন কিছু নেতা। সূত্রের খবর, শোকজ হওয়া ২২ জনের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছে। কোথাও দলীয় নির্দেশ অমান্য করে কাজ করার অভিযোগ, কোথাও আবার অন্য দলের কার্যালয় বলপূর্বক দখলের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে দলবিরোধী কার্যকলাপ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো বিষয়ও। এই অভিযোগগুলি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য নেতৃত্ব। দলের ভাবমূর্তি এবং



সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখতে এবার কড়া পদক্ষেপের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে খবর। আসলে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের আশঙ্কা, তৃণমূলের দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার রাজনীতিতে যে ‘দখল সংস্কৃতি’ এবং গা-জোয়ারির অভিযোগ বারবার উঠেছে, বিজেপির অন্দরেও যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ক্ষমতায় আসার পর দলের কোনও নেতা যাতে নিজেকে প্রশাসনের ঊর্ধ্বে মনে না করেন, সেই বার্তাই বারবার দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু নিচুতলার একাংশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে সেই সতর্কবার্তার কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবার দলের অভ্যন্তরীণ অরাজকতা নিয়ে সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেন, সংগঠন এবং প্রশাসন এক জিনিস নয়। তাঁর কথায়, দলের কোনও কোনও মণ্ডল সভাপতি ভাবছেন, তাঁরাই পুলিশমন্ত্রী। আবার কোনও কোনও জেলায় কয়েকজন পুলিশও ভাবছে, তাঁরা যেন মণ্ডল সভাপতি। এসব কোনওটাই চলবে না। শমীকের এই মন্তব্যকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, দলের ভিতরে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সাংগঠনিক কর্তৃত্ব নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাঁর বক্তব্যে সেই বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। মণ্ডল সভাপতির কাজ সংগঠন পরিচালনা করা, প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা নয়। একই সুর শোনা গিয়েছে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের গলাতেও। তিনি বলেন, পুলিশকর্মীরা যদি নিজেদের সংগঠনের কর্তা বলে মনে করেন, তা যেমন ভুল, তেমনই কোনও মণ্ডল সভাপতি নিজেকে পুলিশমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী ভাবলেও তা অত্যন্ত বোকামি। প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব বুঝে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, মণ্ডল সভাপতিদের দায়িত্ব সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং সাংগঠনিক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করা। এদিকে, ২২ জনকে শোকজ করার ঘটনায় দলের অন্দরে যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এতদিন সতর্কবার্তা দিয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা হলেও এবার সরাসরি সাংগঠনিক পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি। শোকজের জবাব খতিয়ে দেখার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ নিজেদের সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বিরোধী অবস্থানে থাকাকালীন যে দলীয় অনুশাসনের কথা বারবার তুলে ধরা হয়েছিল, ক্ষমতায় এসে তা কতটা কার্যকর করা যায়, এখন সেটাই দেখার। ২২ নেতার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ কি দলের বাকি নেতা-কর্মীদের কাছে কড়া বার্তা হয়ে উঠবে, নাকি বিজেপির অন্দরের কোন্দল আরও প্রকাশ্যে আসবে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

## ‘সেলিমকে বাংলা থেকে তাড়ানো উচিত’ঃ অর্জুন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ নভেম্বর ঃ** সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক। তাঁকে ‘দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে বাংলা তথা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মন্তব্য করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূলও। সেলিমকে আক্রমণ করে অর্জুন বলেন, তিনি ভারতের ভালো চান না। তাঁর দাবি, সেলিমের বক্তব্যে দেশবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। অর্জুনের কথায়, সেলিম ভারতের লোকই নন। আমরা বলব, সেলিমের থেকে সাবধান



থাকুন। উনি দেশবিরোধী। ওঁকে শুধু বাংলা নয়, দেশ থেকেও তাড়ানো উচিত। অর্জুনের এই মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, ক্ষমতা থাকলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেখাক। পাশাপাশি মন্ত্রীর পদে থেকে বিরোধীদের সম্পর্কে সম্মানজনক ভাষা ব্যবহারের পরামর্শও দেন তিনি। অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই তাঁকে দেশবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিজেপিকে আক্রমণ করে মহম্মদ সেলিম অভিযোগ করেছিলেন, ইতিহাসকে বিকৃত করে এবং বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলছে। তাঁর আরও দাবি, ধর্ম ও সংস্কৃতির অপব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সেলিমের সেই বক্তব্যের পরই তাঁকে নিশানা করেন অর্জুন। সব মিলিয়ে সেলিমকে কেন্দ্র করে বিজেপি, সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ।

## ছটপুজোয় আজ লঞ্চে গঙ্গা পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রীর



**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৪ নভেম্বর ঃ** ছটপুজো উপলক্ষে কলকাতা ও হাওড়ার গঙ্গার ঘাটগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার সরেজমিনে পরিদর্শনে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। লঞ্চে চেপে গঙ্গাবক্ষে ঘুরে ঘাটগুলির নিরাপত্তা ও সরকারি ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখবেন তিনি। শুধু পরিদর্শনই নয়, কলকাতা বা হাওড়ার কোনও একটি ঘাটে নেমে ছটপুজোয় অংশ নেওয়ারও কথা রয়েছে তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচির আগে শনিবার হাওড়ার গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া, পুর কমিশনার তেজস্বী রানা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, নাজিরগঞ্জ ও ঘুসুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের জন্য একাধিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘাট পরিষ্কার, পর্যাপ্ত আলো, মহিলাদের জন্য চেঞ্জিং রুম, সিসিটিভি, বায়ো টয়লেট এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল টিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ভাঙা ঘাট মেরামত ও যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যারিকেডের পাশাপাশি এনডিআরএফ দলও মোতায়েন থাকবে। মন্ত্রী উমেশ রাই জানান, প্রথমবার রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন করবেন এবং হাওড়ার একটি ঘাটে নেমে পুজোয় অংশ নেবেন। সেই কারণেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি ঠিকঠাক রয়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজ্য প্রশাসনের।

## ১৮ নয়, ১৬ বছরেই সাবালকত্ব?

## নাবালক বিচার আইন বদলের পরামর্শ কেরল হাই কোর্টের



তিরুবনন্তপুরম, ১৪ নভেম্বর ঃ বয়স ১৮ হলেই আইনের চোখে সাবালক। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেক কম বয়সেই মানসিকভাবে পরিণত হচ্ছে। তাই ১৮ বছরের পরিবর্তে ১৬ বছর বয়সেই সাবালকত্বের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত কি না, তা নিয়ে আইনপ্রণেতাদের ভাবনাচিন্তার পরামর্শ দিল কেরল হাই কোর্ট। বিচারপতি এ বদরুদ্দিনের এই পর্যবেক্ষণ ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কেরল আবগারি আইনের ১৫এ এবং ১৫বি ধারা কার্যকর করার দাবিতে দায়ের হওয়া একটি মামলার শুনানিতে এই মন্তব্য করেন বিচারপতি। ওই ধারায় ২৩ বছরের কম বয়সিদের কাছে মদ বিক্রি এবং তাঁদের মদ পরিবেশন নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধ কঠোরভাবে কার্যকর করার দাবিতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী। শুনানিতে বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন, বর্তমান সময়ে ১৬ বছর বয়সেই অনেক কিশোর-কিশোরী মানসিকভাবে যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠছে। তাই নাবালক বিচার আইনে বয়সের সীমা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন কি না, তা আইনপ্রণেতাদের ভেবে দেখা উচিত। এদিন নেদুম্বাসারিতে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার প্রসঙ্গও তোলেন বিচারপতি। অভিযোগ, ১৯ বছরের এক যুবক মত্ত অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। ১৮ বছরের কম বয়সিদের বিরুদ্ধেও অতীতে এমন ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি আবগারি আইনের বিধিনিষেধ যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে আবগারি কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৬ বছর বয়সেই আইনি সাবালকত্ব চালু করার কোনও নির্দেশ দেয়নি কেরল হাই কোর্ট। এটি বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ও আইন সংশোধন নিয়ে আলোচনার পরামর্শ মাত্র।

## নতুন সমীকরণ করতে একই টেবিলে ট্রাম্প-পুতিন-শি জিনপিং!

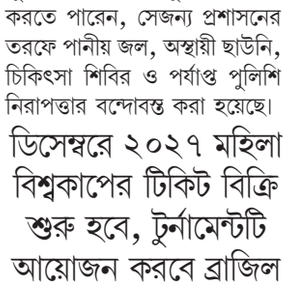
**বিশেষ প্রতিবেদক ঃ** বিশ্ব রাজনীতিতে কি তৈরি হতে চলেছে এক নতুন সমীকরণ? আগামী সপ্তাহেই কি একই টেবিলে বসতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং? আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই। চিনের শেনঝেনে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফাঁকে বিশ্বের তিন শক্তিধর রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর। এই বৈঠক বাস্তবে হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, ইরান এবং বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন সমীকরণ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শেনঝেনে যাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সফরের মধ্যেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও মস্কো এবং বেজিংয়ের তরফে এই সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। কী নিয়ে আলোচনা হতে পারে তিন রাষ্ট্রনেতার মধ্যে? হোয়াইট হাউসের বক্তব্য অনুযায়ী, আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা কমানো। ওয়েলস জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করেন, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা এবং সমাধানের পথ খোঁজা তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্বের তিন বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রনেতারা একসঙ্গে আলোচনায় বসলে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে। বিশেষ করে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের মধ্যে সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে এই বৈঠক আন্তর্জাতিক মহলের নজর কাড়তে চলেছে। আলোচনায় ইরান প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা আপাতত কম বলেই মার্কিন সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ মার্কিন আধিকারিক জানিয়েছেন, সম্ভাব্য এই আলোচনার পর কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, বৈঠক হলেও তা মূলত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় এবং ভবিষ্যতের কূটনৈতিক সমঝোতার পথ তৈরির মঞ্চ হতে পারে। জানা গিয়েছে, ২১টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে আয়োজিত দু’দিনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বুধবার গভীর রাতে শেনঝেনে পৌঁছবেন ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা। ২০২৫ সালে দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই দুই নেতার মধ্যে এটি চতুর্থ বৈঠক হতে পারে। পাশাপাশি মঙ্গলবার ফিলিপিন্সে আয়োজিত আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই সফরের মাধ্যমে মার্কিন জনগণের জন্য ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে এই সম্ভাব্য বৈঠকের গুরুত্ব আরও বেড়েছে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। গত ফেব্রুয়ারিতে চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বিশ্বের বৃহত্তম দুই পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের উপর বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। কার্যত, স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে গড়ে ওঠা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সহযোগিতার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে বড় শূন্যতা। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রসংঘ উভয় দেশকে দ্রুত নতুন একটি কাঠামো তৈরির আহ্বান জানিয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য পুরনো চুক্তি পুনর্নবীকরণের বদলে আরও উন্নত একটি চুক্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর পরিকল্পনায় চিনকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা রয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চিন নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার দ্রুত সম্প্রসারণ করছে। ফলে আমেরিকা ও রাশিয়ার পাশাপাশি চিনকে নিয়ে নতুন কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি তৈরি করা সম্ভব কি না, তা নিয়েও কূটনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। এদিকে রাশিয়ার তেল ও

## শিশু দিবসে কচিকাঁচাদের সঙ্গে সময় কাটালেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা



জয়পুর, ১৪ নভেম্বর ঃ শিশু দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত শিশুকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। এর পাশাপাশি রাজ্যে চলমান পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচনের চতুর্থ তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, তাঁদের প্রতিশ্রুত 'এক রাজ্য, এক নির্বাচন' নীতি বর্তমানে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখা যাচ্ছে।শনিবার সকালে জয়পুরে কচিকাঁচাদের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বলেন, শিশু দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত শিশুকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচন চলছে এবং আমরা এখন চতুর্থ তথা অন্তিম পর্যায়ে রয়েছি। আমরা 'এক রাজ্য, এক নির্বাচন'-এর নীতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আপনারা এখন তা বাস্তবায়িত হতে দেখছেন- প্রথমে আমরা পুরসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচন সম্পন্ন করেছি, এবং এখন পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেম চাঁদ বৈরওয়া এদিন সকালে জয়পুরের জওহর সার্কেল পার্কে শিশুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। তাঁরা শহরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে অংশ নেন।

## ছট উপলক্ষ্যে দিল্লিতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি, সেজে উঠেছে যমুনার ঘাট



নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ লোক-আস্থার মহাপর্ব ছট পুজোকে কেন্দ্র করে রাজধানী দিল্লিতে উৎসবের আমেজ তুঙ্গে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে দিল্লির আইটিও সংলগ্ন ছট ঘাটে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন জোরকদমে চলছে। যমুনার তীরে এই ঘাটটিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি আলোকসজ্জা, ব্যারিকেডিং এবং পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা চূ্ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।চার দিনব্যাপী এই মহাপর্বের অংশ হিসেবে আগামী রবিবার, ১৫ নভেম্বর পুণ্যার্থীরা অস্তগামী সূর্যকে 'সন্ধ্যা অর্ঘ্য' নিবেদন করবেন। এরপর সোমবার, ১৬ নভেম্বর ভোরে উদীয়মান সূর্যকে 'উষা অর্ঘ্য' প্রদানের মধ্য দিয়ে ব্রতীদের ৩৬ ঘণ্টার কঠোর নির্জলা উপবাস ও ছট পুজোর সমাপ্তি ঘটবে।আইটিও ঘাট-সহ দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তের ঘাটগুলিতে যাতে পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পুজোর আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারেন, সেজন্য প্রশাসনের তরফে পানীয় জল, অস্থায়ী ছাউনি, চিকিৎসা শিবির ও পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

## ডিসেম্বরে ২০২৭ মহিলা বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হবে, টুর্নামেন্টটি আয়োজন করবে ব্রাজিল

রিও ডি জেনিরো, ১৪ নভেম্বর ঃ আযোজকরা শুক্রবার জানিয়েছেন, ব্রাজিলে আগামী বছরের মহিলা বিশ্বকাপের টিকিট১ ডিসেম্বর থেকে বিক্রি শুরু হবে এবং ১১ ডিসেম্বর টুর্নামেন্টের ড্র-এর আগে প্রাথমিকভাবে আট দিনের জন্য টিকিট বিক্রি করা হবে।ভক্তরা এক, দুই এবং তিন নম্বর ক্যাটাগরিতে টিকিট কিনতে পারবেন, যেখানে নির্বাচিত ম্যাচের ওপর নির্ভর করে তিন নম্বর ক্যাটাগরিতে টিকিটের দাম ৫.৩২ ডলার থেকে শুরু হবে।


### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# দিল্লির বাতাসের গুণমান মন্দই, ইন্ডিয়া গেট-সহ নানা স্থানে ঘন ধোঁয়াশার চাদর

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণমানের কোনও উন্নতি হয়নি শনিবারও, বরং তা ' খুব খারাপ' পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, নর্থ অ্যাভিনিউ, ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং অক্ষরধাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বাতাসের গুণমান সূচক ৩০০-র গণ্ডি ছড়িয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই গোটা রাজধানী ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে রয়েছে।সিপিসিবি-র প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদিন সকালে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকার বায়ুদূষণের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলোনূর্থ অ্যাভিনিউঃসকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে বাতাসের গুণমান সূচক (AQI) রেকর্ড করা হয়েছে ৩১৩ (' খুব খারাপ' পর্যায়)।ইন্ডিয়া গেটঃসকাল ৯টা নাগাদ একিউআই (AQI) ছিল ৩১৩ (' খুব খারাপ' পর্যায়)।আইজিআই বিমানবন্দরঃ সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে বাতাসের গুণমান সূচক দাঁড়িয়েছে ৩৫১-এ (' খুব খারাপ' পর্যায়)।অক্ষরধাম মন্দিরঃসকাল ৮টা ৫০ মিনিটে একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ৩৭৯ (' খুব খারাপ' পর্যায়)।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মানদণ্ড অনুযায়ী, একিউআই ০ থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে তা 'ভালো', ৫১ থেকে ১০০ 'সন্তোষজনক', ১০১ থেকে ২০০ 'মাঝারি', ২০১ থেকে ৩০০ 'খারাপ', ৩০১ থেকে ৪০০ 'খুব খারাপ' এবং ৪০১ থেকে ৫০০-র মধ্যে থাকলে তা 'অতি ভয়ানক' বা 'সিভিয়ার' হিসেবে গণ্য করা হয়। বাতাসের গতিবেগ কম থাকায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় দিল্লির বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে, যার জেরে প্রাতঃ ভ্রমণকারী ও নিত্যযাত্রীদের শ্বাসকষ্টসহ নানা শারীরিক অস্বস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।অন্যদিকে দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে বায়ু দূষণের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। গত শুক্রবার সকালে দিল্লির একাধিক এলাকার বাতাস এতটাই বিষাক্ত হয়ে পড়ে যে, সাধারণ মানুষের শ্বাস নেওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছানোয় রাজধানীবাসীর মধ্যে চরম অস্বস্তি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়েছে।এদিন সকালে আনন্দ বিহারের বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ছিল ৪১৪, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এর আশেপাশে ছিল ৪১৭ এবং নেহরু স্টেডিয়ামের আশেপাশে একিউআই ছিল ৩৭৪। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দূষণের এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকলে দিল্লি অচিরেই একটি 'গ্যাস চেম্বারে' পরিণত হবে। উল্লেখ্য, দীপাবলির পরেরদিন থেকেই দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে ধোঁয়াশার পুরু চাদর দেখা যায়। সেদিন সকাল ১০টায় রাজধানীর গড় একিউআই ছিল ৩৭২, যা 'খুব খারাপ' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তা সামান্য কমে ৩৩৩-এ নামলেও বাতাসের গুণমান অত্যন্ত খারাপই থেকে যায়।সরকারের পক্ষ থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করা হয়েছে। পরিবেশবিদদের মতে, শুধুমাত্র উৎসবের মরসুমে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি না করে সারা বছর ধরে দূষণের স্থায়ী উৎসগুলোর ওপর কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।দিল্লির ক্রমবর্ধমান এই দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্কও চরমে উঠেছে। দিল্লি সরকারের মন্ত্রী কপিল মিশ্র দীপাবলির দিন পঞ্জাবে খড়কুটো পোড়ানোর ঘটনা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, পঞ্জাবের বেশ কিছু কৃষক অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা যখন পরিবারের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সুযোগে তাঁদের কৃষিজমিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, কপিল মিশ্রের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। পাল্টা যুক্তি দিয়ে তিনি জানান, পঞ্জাব থেকে দিল্লি পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছতে অন্তত দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে। তাই দীপাবলির রাতে পঞ্জাবে খড়কুটো পোড়ানো হলে তার ধোঁয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছে যাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।দূষণের উৎস নিয়ে এই রাজনৈতিক তরজা চললেও, বিষাক্ত বাতাসের হাত থেকে রেহাই পেতে দ্রুত ও কার্যকর সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছেন রাজধানীর বাসিন্দারা।

# সরকারি জমি দখল করে নিচ্ছেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির স্বামী, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান!

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ নভেম্বর ঃ সরকারি জায়গার দখল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামীর দখলে থাকবে না তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামীর দখলে থাকবে তা নিয়ে দাবি, পাল্টা দাবিতে সরগরম মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের রাজনীতি। আর তৃণমূল নেতারা বেআইনি কাজ করে থাকলে প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের তরফ থেকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামীর বাকযুদ্ধ সম্পূর্ণ চরমে উঠেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগরে রাস্তার ধারে একটি বড় নয়ানজুলি রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল পরিচালিত ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উম্মে তুমিমার স্বামী কাশিম ইরশাদ সম্প্রতি নিজের বাড়ির সামনে অবস্থিত পূর্ত দপ্তরের ওই জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু করেছেন। এর পাশাপাশি ওই নয়ানজুলি দখলের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত সমিতির স্বামী ছাই ফেলে তা ভরাট করছেন এবং সেখান পাম্প লাগিয়ে জল তুলে ফেলেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তবে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বামীকে 'বেআইনি ' কাজ করতে দেখে চুপ করে বসে থাকেননি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং তাঁর স্বামী। এলাকার কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পঞ্চায়েত সমিতির স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠুকে দিয়েছেন জেলা পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে। এর পাশাপাশি তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতার স্বামী একে অপরকে জমি মাফিয়া বলে আক্রমণ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ তুলেছেন। অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী জাহাঙ্গীর শেখ বলেন, গত কয়েকদিন ধরে ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী কাশিম ইরশাদ তাঁর দলবল নিয়ে শিবনগর-অর্জুনপুর এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা একটি জলাশয় ছাই ফেলে দখল করে নিচ্ছেন এবং সেখানে তিনি পাঁচিল দিয়ে ঘেরার কাজও শুরু করে দিয়েছেন। অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান শাকিলা বিবি তাঁর লিখিত অভিযোগে পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছেন, যেভাবে বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে তাতে আগামী বর্ষায় এলাকা সম্পূর্ণ ভেসে যাবে। বেআইনিভাবে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি দখল করার কারণে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর ফরাক্কার জিগরি মোড় থেকে অর্জুনপুর যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে যে দীর্ঘ নয়ানজুলিটি রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বামীর বিরুদ্ধে সেটিই বেআইনিভাবে দখল করার অভিযোগ উঠেছে। পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে এলাকায় রাস্তা চওড়া করার সময় এটি তৈরি হয়েছিল বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জমিটি বেআইনিভাবে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নিচ্ছেন তাঁর স্বামী। ওই জমির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা আরো জানিয়েছেন, যে জমিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী দখল করছেন সেটি দিয়ে এলাকার সমস্ত নিকাশি নালার জল বয়ে যায়। বেআইনিভাবে নিকাশি নালার জমি দখল হয়ে যাওয়ায় আগামী বর্ষায় এলাকা ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বেশ কিছু গ্রামবাসী। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির স্বামীর বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে স্থানীয় অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছাড়াও একটি মাদ্রাসার তরফ থেকেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে । সরকারি জমি যে তিনি পাঁচিল দিয়ে ঘিরেছেন এবং কিছুটা অংশ দখল করছেন তা মেনে নিয়ে এর পেছনে এক আজব যুক্তি খাড়া করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বামী। কাশিম ইরশাদ বলেন, যে ব্যক্তিরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, তারা এলাকার পরিচিত জমি মাফিয়া। ওই মাফিয়ারা আমার বাড়ির সামনের জমি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই জমি দখল হয়ে গেলে আমার বাড়িতে প্রবেশ করার পথ থাকবে না। ওই জমিতে মাফিয়াদের দখলদারী আটকানোর জন্যই আমাকে সরকারি জমিতে পাঁচিল দিয়ে ওই জমি ভরাট করতে হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য আমরা জমি দিয়েছিলাম। তার জন্য সরকারের তরফ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও পেয়ে গিয়েছি। জমি মাফিয়াদের জন্য আমার বাড়ি প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা থেকেই আমাদেরকে কিছুটা বেআইনি কাজ করতে হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে যদি কোনাদিন সরকারি দপ্তর থেকে আমাকে ওই পাঁচিল ভেঙে ফেলতে বলা হয় আমি সরকারি নির্দেশ পালন করব। অন্যদিকে বিজেপির মালদা (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অয়ন ঘোষ বলেন, কোনোভাবেই কোনো ব্যক্তি নিজের আশঙ্কার কারণে সরকারি জমি দখল বা ঘিরতে পারেন না। ফরাক্কায় যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকেন তা সম্পূর্ণ বেআইনি । আমরা এই বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করবো বেআইনি ভাবে সরকারি জমির উপর নির্মিত বেআইনি কাঠামো যাতে অবিলম্বে ভেঙে ফেলা হয়।

# দীর্ঘক্ষণ থমকে আমেরিকার বিমান পরিষেবা, চরম ভোগান্তিতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বরঃ মাইক্রোসফটের প্রযুক্তিগত পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পর এবার বড়সড় লক্ষ যাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানবন্দরে আটকে পড়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন। এফএএ



বিপর্যয়ের মুখে পড়ল আমেরিকার বিমান পরিষেবা। স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে মার্কিন ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এক জরুরি নির্দেশিকায় দেশজুড়ে সমস্ত ফ্লাইট 'গ্রাউন্ড' করার বা উড়ান স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। এর ফলে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করতে হয় এবং আমেরিকা সহ বিশ্বজুড়ে লক্ষ সূত্রে জানানো হয়েছে, শুক্রবার বিকেলে আমেরিকা থেকে বাইরে যাওয়ার সমস্ত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উড়ান সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়। যে বিমানগুলি তখনও রানওয়ে ছাড়েনি, সেগুলির উড়ানের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তবে যে বিমানগুলি ইতিমধ্যেই আকাশে উড়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে গন্তব্যে পৌঁছনোর অনুমতি দেওয়া হয়। প্রায় চার ঘণ্টা দেশজুড়ে বিমান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ রাখার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এফএএ এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (৯১১) আমেরিকায় বিমান ছিনতাই করে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর শেষবার দেশজুড়ে বিমান চলাচলে এমন সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল হোয়াইট হাউস। এরপর ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি এফএএ-র 'নোটাম' (নোটিস টু এয়ার মিশনস) কম্পিউটার ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে সাময়িকভাবে অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে দেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সমস্ত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উ।ান একযোগে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ২০০১ সালের পর এই প্রথম ঘটল। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর বিমান পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও, ফ্লাইটের সময়সূচি এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে।

## চর কেটে চলছে চলছে বালি সংগ্রহের কাজ, মৌসুনি দ্বীপের ভাঙন বাড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ নভেম্বর ঃ চর কেটে চলছে চলছে বালি সংগ্রহের কাজ। আর সেই ঘটনায় মৌসুনি দ্বীপের ভাঙন বাড়ার আশঙ্কা স্থানীয়রা। এই দ্বীপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পর্যটন শিল্প ও স্থানীয় বাসিন্দাদের রুজি-রুটি। এই দ্বীপ সুন্দর করে সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে টানার চেষ্টা করছে সরকার। এই দ্বীপের চারিদিকেই জল। দুদিকে নতুন চর গজিয়ে উঠছে। ফলে এই চর ক্ষতি হলে মৌসুনি দ্বীপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্থানীয়দের দাবি এই অবৈধ বালি কারবারের পিছনে কোনও অসাধু চক্র রয়েছে। অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ করার পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা। এবিষয়ে সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, আমাদের একটু সময় দিন। অবৈধ কোনও কাজ আমাদের সরকার চলতে দেবে না। শুধুমাত্র বৈধ কাজই চলবে। মৌসুনি দ্বীপ সাজিয়ে তোলার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন। মৌসুনি দ্বীপ রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় একটি উইকএন্ড ট্যুরিজম স্পট। বারবার ভাঙনের ফলে এখানকার পর্যটন শিল্পও বড় সংকটের মুখে পড়েছে। এই দ্বীপের ভাঙন একটা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। তার মধ্যে নতুন চর জেগে উঠেছে। সেখান থেকে যদি বালি কাটা হয়, তাহলে সমস্যা বাড়বে। ভবিষ্যতে আর যাতে এই কাজ না হয়, সেই দিকটি দেখছে প্রশাসন। সমস্ত কিছু সরিয়ে ভবিষ্যতে এই দ্বীপ আরও সুন্দর করে সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে চাইছেন সাগরের বিধায়ক। সেই লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

## সার্কাস মাঠের জগদ্ধাত্রী পুজোয় নজর কাড়ছে ৩৫ ফুটের রামচন্দ্র

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৪ নভেম্বর ঃ জগদ্ধাত্রী পুজোর পঞ্চমীর আনন্দে মেতে উঠেছে গোটা হুগলি জেলা। বাহারি আলোকসজ্জা আর নিত্যনতুন থিমের লড়াইয়ে মেতেছে এলাকার পুজো কমিটিগুলো। এরই মাঝে এবার ৫৬তম বর্ষে বিশেষ চমক নিয়ে হাজির হয়েছে মানকুন্ডু শহরের সার্কাস মাঠের জগদ্ধাত্রী পুজো। উত্তরপ্রদেশের সরযূ তীরের পবিত্র শহর অযোধ্যার আদলে সেজে উঠেছে এখানকার মণ্ডপ। চতুর্থীর সন্ধ্যায় এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনের পর থেকেই প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শনে ঢল নেমেছে সাধারণ মানুষের। এবারের পুজোয় দর্শনার্থীদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু মণ্ডপের প্রবেশপথে থাকা ৩৫ ফুটের বিশালাকার রামচন্দ্রের মূর্তি। তীর-ধনুক হাতে তিনি যেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছেন দেবী জগদ্ধাত্রীকে। ফাইবারের তৈরি এই বিশাল মূর্তিটি দেখতে চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকেই মণ্ডপ প্রাঙ্গণে ভিড় জমাচ্ছেন আশপাশের এলাকার বহু মানুষ। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ শিবশংকর সাহা জানান, ৫৬ বছরে পা দেওয়া এই পুজোয় প্রতিবারই নতুন কিছু করার চেষ্টা থাকে। সেই ভাবনা থেকেই এবার কাল্পনিক অযোধ্যা নগরী গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় দু'মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে শিল্পী গৌরাঙ্গ কৈলা ফোম ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করে এই মণ্ডপটি তৈরি করেছেন। জরি, চুমকি ও পুঁথির নিখুঁত কারুকাজে মায়ের প্রতিমা সাজিয়ে তুলেছেন শিল্পী গণেশ কয়াল। প্রায় ৫০ হাজার টাকা বাজেটের এই পুজোর মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও মিলেমিশে থাকার বার্তাই দিতে চেয়েছেন উদ্যোক্তারা। চতুর্থী থেকেই দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম দিন থেকেই উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।



## বাজারদর ও অগ্নিনিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে বড়বাজারে প্রশাসনের বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর ঃ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও বিভিন্ন খাবারের দাম খতিয়ে দেখতে শনিবার বালুরঘাট শহরের বড়বাজার এলাকার তহবাজারে বিশেষ পরিদর্শনে নামল জেলা প্রশাসন। এদিন জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি - সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বালুরঘাট সদর মহকুমাশাসক দীপান্বিতা পাত্র ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিদর্শনে বিভিন্ন খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দোকানগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া হয়। বাজারের দোকানগুলিতে অগ্নিনির্বাপণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়। ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেন আধিকারিকরা। বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা এবং অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখাই এই পরিদর্শনের মূল বিষয় বলে জানা গিয়েছে। তবে অভিযানে কোনও দোকানে নির্ধারিত দামের বেশি পণ্য বিক্রি মূল্যতালিকা সংক্রান্ত অনিয়ম কিংবা অগ্নিনিরাপত্তার ঘাটতি ধরা পড়েছে কি না সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও মন্তব্য করা যাচ্ছে না।



## চন্দননগর স্টেশন পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ আসন্ন জগদ্ধাত্রী পুজো উৎসবের প্রাক্কালে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে চন্দননগর রেল স্টেশনে এক বিস্তারিত পরিদর্শন করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার, অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার এবং সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে গীতিকা পান্ডে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়া, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, 'মে আই হেল্প ইউ' বুথ, চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র এবং মূল প্রবেশদ্বারের নকশা ও সম্মুখভাগের (ফ্যাসাড) মতো গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী-সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখেন। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় দর্শনার্থীদের বিপুল সমাগমের কথা মাথায় রেখে তিনি সুষ্ঠু ভিড় নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, অনভিপ্রেত ঘটনা সামাল দেওয়া এবং প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ভিড় হলে আকস্মিক চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রেল প্রোটেকশন ফোর্স এবং গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের প্রস্তুতি কেমন রয়েছে, তা জানতে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।




**BIL VYAPAR LIMITED (FORMERLY KNOWN AS BINANI INDUSTRIES LIMITED)**
Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town Rajarhat Main Road, PO Hatiara, Kolkata - 700 157, India
Corporate Office: Mercantile Chambers, 12 J.N.heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001.
CIN No. L24117WB1962PLC025584

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(শেয়ার প্রতি তথ্য ব্যতীত, টাকা লক্ষ এককে)

| বিবরণ | ফলাফল | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কোয়ার্টার শেষ | | | ছয় মাস শেষ | | বছর শেষ

## চাকরি প্রতারণার পর মন্দিরের সম্পত্তি লুটের অভিযোগ অজিতের বিরুদ্ধে

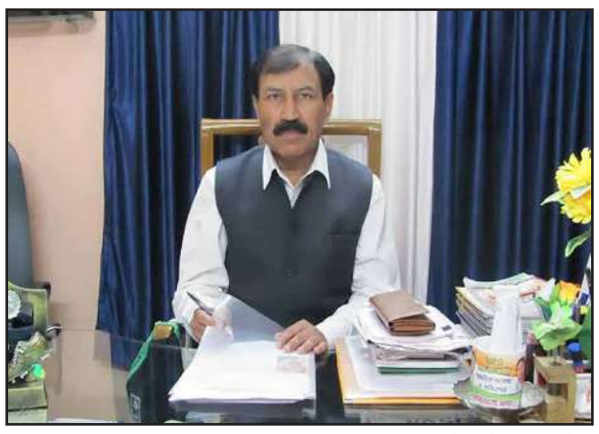
দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ বন দফতরে স্থায়ী চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ১০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা অজিত মাহাতো। আট দিনের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে শনিবার তাঁকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। কিন্তু তার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে উঠল নতুন অভিযোগ। ঝাড়গ্রামের গৌড়ীয় মঠের সম্পত্তি লোপাট করে বিক্রি এবং অবৈধ ভাবে শাল গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগে অজিতের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই নতুন মামলায় তদন্তের স্বার্থে অজিতকে আরও ছ'দিন পুলিশ হেফাজতে রাখ ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ জানান শহরের গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক হিমাংশু প্রামাণিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঠের মূল্যবান সামগ্রী সরিয়ে বিক্রি করে দেওয়া এবং বেআইনি ভাবে শাল গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে অজিতের বিরুদ্ধে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে মামলা রুজু করে পুলিশ। শনিবার আদালতে অজিতকে পেশ করা হলে নতুন মামলার তদন্তের জন্য তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। বিচারক ছ'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এর আগে বন দফতরে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে অজিতকে গ্রেফতার করেছিল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। গত ২৯ অক্টোবর বাছুরডোবা এলাকার এক যুবক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, ধাপে ধাপে ওই যুবকের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অজিত। কিন্তু চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চান ওই যুবক। তখন তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ৩০ অক্টোবর ভোররাতে ঝাড়গ্রাম শহরের বাড়ি থেকে অজিতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রতারণা, জালিয়াতি ও হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়। আদালত তাঁকে আট দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। ঝাড়গ্রাম পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অজিত। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি গোপীবল্লভপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন। বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতোর কাছে পরাজিত হন। সরকার পরিবর্তনের পরে ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরায় তাঁর দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছিল। এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল। হাইকোর্ট থেকে জামিনও পেয়েছিলেন তিনি। অজিতের আইনজীবী সায়ক ভদ্র বলেন, 'আমার মক্কেলকে একের পর এক মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।'

## সুন্দরবনে নৌকাডুবিতে মৃত্যু কুলতলির মৎস্যজীবীর, অনিশ্চয়তায় পরিবার



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ জীবিকার তাগিদে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ফের মর্মান্তিক পরিণতি এক মৎস্যজীবীর। বিদ্যাধরী নদীতে ট্রলারের ধাক্কায় নৌকা ডুবে মৃত্যু হল কুলতলির পূর্ব গোপালগঞ্জের বাসিন্দা ৫৩ বছরের সামসুদ্দিন লস্করের। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। অন্যদিকে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার চার সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সামসুদ্দিন। কালিবেরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রাতে নৌকায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় আচমকাই একটি ট্রলার তাঁদের নৌকায় ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে নৌকাটি নদীতে ডুবে যায়। নৌকায় থাকা পাঁচজনই জলে পড়ে যান। তাঁদের মধ্যে চার জন কোনওরকমে সাঁতরে নদীর পাড়ে উঠতে সক্ষম হলেও নিখোঁজ হয়ে যান সামসুদ্দিন। ঘটনার খবর পেয়ে মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশ উদ্ধারকাজ ও তল্লাশি শুরু করে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর শনিবার তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দেহটি জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সামসুদ্দিনের মৃত্যুতে কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছে তাঁর পরিবার। স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার। মাছ ধরাই ছিল পরিবারের একমাত্র জীবিকার উৎস। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলাতেন সামসুদ্দিন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে কীভাবে আগামী দিনে সংসার চলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা ও অধিকার রক্ষার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর।

# ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুর বদল প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের! কুণালের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার জল্পনা ওড়ালেন সাংসদ



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে বক্তব্যের ব্যাখ্যা বদল হাওড়ার সাংসদ তথা প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর 'আমি আবার ফিরে আসব' মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছিল জোর জল্পনা। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তাহলে কি এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়ার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই মোহভঙ্গ হয়েছে তাঁর? তৃণমূল কংগ্রেসে কি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন হাওড়ার সাংসদ? বিশেষ করে তৃণমূল নেতা তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের পাশে বসে তাঁর ওই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করেছিলেন অনেকে। তবে সেই জল্পনায় এবার জল ঢাললেন স্বয়ং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার লিখিত বিবৃতি জারি করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি। একটি সৌজন্যমূলক কথাবার্তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। শনিবার সাংসদ নিজের এমপি প্যাডে একটি লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেখানে শুক্রবারের অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রসূন জানান, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে কুণাল ঘোষ-সহ রাজ্য রাজনীতির একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন কুণাল ঘোষ তাঁর পাশেই বসেছিলেন। সেই সূত্রে দু'জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হয়। তবে সেই কথোপকথন ছিল সম্পূর্ণ সৌজন্যমূলক। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন হাওড়ার সাংসদ। বিবৃতিতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন, তাঁদের এই সংক্ষিপ্ত সৌজন্যমূলক কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল রাজনৈতিক জল্পনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানান, কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর কোনও ধরনের রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি। এই সংক্রান্ত খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেও দাবি করেছেন তিনি। অর্থাৎ, দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বসা কিংবা তাঁদের মধ্যে কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সমীকরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা মানতে নারাজ প্রসূন। উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে কলকাতার বিবাদীবাগে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কংগ্রেস-সহ রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একাধিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানেই তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের পাশে বসে থাকতে দেখা যায় হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর একটি মন্তব্য ঘিরেই যাবতীয় রাজনৈতিক চর্চার সূত্রপাত। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রসূন বলেছিলেন, 'খেলার ময়দানে অনেকবার দল পালটেছি। এখন একটা রাজনৈতিক দলে আছি ঠিকই। তবে আমি আবার ফিরে আসব।' তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা সামনে আসতে শুরু করে। বিশেষ করে, তিনি কি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান বদলের ইঙ্গিত দিলেন, নাকি পুরনো রাজনৈতিক শিবিরে ফেরার কোনও সম্ভাবনার কথা বোঝাতে চাইলেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কুণাল ঘোষের উপস্থিতিকে মিলিয়ে দেখতেও শুরু করেন অনেকে। প্রসঙ্গত, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান ঘিরে এই জল্পনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর সাম্প্রতিক দলবদলের কারণে। এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়ার পর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই কি তিনি নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, সেই প্রশ্নও উঠতে থাকে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখে কি ফের ঘাসফুল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন তিনি, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছিল। তবে শনিবারের বিবৃতিতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল কুণাল ঘোষের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়টিই অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, শুক্রবারের অনুষ্ঠানে যা কথাবার্তা হয়েছে, তা ছিল নিছকই ব্যক্তিগত সৌজন্য এবং প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে ঘিরে স্মৃতিচারণ। এর সঙ্গে দলবদল কিংবা কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সম্পর্ক নেই বলেই তাঁর বক্তব্য। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে একটি বিষয় এখনও আলোচনার বাইরে রয়ে গিয়েছে। তিনি কুণাল ঘোষের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি বলে স্পষ্ট করলেও, সংবাদমাধ্যমের সামনে করা নিজের 'আমি আবার ফিরে আসব' মন্তব্যটির কোনও নতুন ব্যাখ্যা দেননি। ফলে কুণাল ঘোষের সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে জল্পনায় ইতি টানার চেষ্টা হলেও, তাঁর সেই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আগামী দিনে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

# বাবুনের পর এবার অগ্নিশা, ক্ষোভ ঘনিষ্ঠ মহলে



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের অন্দরেই কি এবার অসন্তোষের চোরাস্রোত বইতে শুরু করেছে? ভ্রাতুষ্পুত্রী অগ্নিশা ঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সমাজমাধ্যম পোস্টকে ঘিরে এমনই জল্পনা দানা বেঁধেছে রাজ্য রাজনীতিতে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে মুখ খুলেছিলেন। এবার বাবুন-কন্যার বিস্ফোরক পোস্টকে হাতিয়ার করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সম্প্রতি ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্টে নাম না করেই ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অগ্নিশা। সেখানে তিনি লিখেছেন, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলা সহজ, কিন্তু ক্ষমতার মসনদে বসে থাকা মানুষদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর দাবি, ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ মানুষদের বিরুদ্ধে আগে কোনও প্রতিবাদ করলে হয়তো আজ নিজের বাবা-মাকেই আর জীবিত দেখতে পেতেন না। বাবা-মায়ের প্রাণ বাঁচাতে মুখ বুজে সব সহ্য করাকে তিনি কাপুরুষতা বলে মনে করেন না, বরং তাঁদের বাঁচিয়ে রাখাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় লড়াই। অগ্নিশা কারও নাম উল্লেখ না করলেও, তাঁর এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের নিশানা কোন দিকে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অগ্নিশার এই পোস্ট সামনে আসতেই আসরে নেমে পড়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে খড়্গপুরে চা-চক্রে যোগ দিয়ে তিনি দাবি করেন, শুধু বিরোধী রাজনৈতিক নেতারাই নন, এখন মুখ্যমন্ত্রীর নিজের পরিবারের সদস্যরাও সমাজমাধ্যমে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। দিলীপের বক্তব্য অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সময়ের ঘনিষ্ঠরাই এখন তাঁর বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের 'বহিরাগত' তত্ত্ব এবং প্রাক্তন সাংসদ বিবেক গুপ্তার প্রসঙ্গও টেনে আনেন দিলীপ। তাঁর কটাক্ষ, অতীতে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর ভারতের হিন্দিভাষীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন নানা মন্তব্য করতেন, তখন বিবেক গুপ্তার মতো নেতারা রাজ্যসভার পদে ছিলেন বলেই চুপ ছিলেন। এখন সেই পদ ও ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর তাঁরা মুখ খুলছেন। অর্থাৎ, ক্ষমতায় থাকাকালীন যাঁরা প্রতিবাদ করেননি, স্বার্থে আঘাত লাগতেই তাঁরা সরব হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এই বিজেপি নেতা। সব মিলিয়ে, ঘনিষ্ঠ বৃত্তের এই একের পর এক মন্তব্য শাসকদলের অস্বস্তি যে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

# পরিবারের সবাই বাইরে, ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি! নগদ ৫০ হাজার, ৬ লক্ষ টাকার গয়না উধাও



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন করতে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে দুঃসাহসিক চুরির অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বাড়ির মূল ফটকের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আলমারি তছনছ করে নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোরেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার সাঙ্গুরে। পরিবারের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঙ্গুর এলাকার বাসিন্দা রানা সরকার স্থানীয় একটি ক্লাবের কালীপুজোর দায়িত্বে ছিলেন। পুজোর আয়োজনের জন্য ক্লাবের সংগৃহীত টাকা তাঁর বাড়িতেই রাখা ছিল। পাশাপাশি বাড়িতে তাঁর ব্যক্তিগত টাকাও ছিল। কালীপুজোর পর প্রতিমা নিরঞ্জনের আয়োজন ঘিরে পরিবারের সদস্যরা ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগেই বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। রানা সরকারের পরিবারের সদস্যদের দাবি, রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁরা কালীপ্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। নিরঞ্জন পর্ব শেষ করে রাত দেড়টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে আসেন তাঁরা। কিন্তু বাড়ির সামনে পৌঁছতেই তাঁদের নজরে আসে অস্বাভাবিক কিছু বিষয়। দেখা যায়, বাড়ির মূল ফটকের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সন্দেহ হওয়ায় দ্রুত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন পরিবারের সদস্যরা। ভিতরে ঢুকেই তাঁদের চোখে পড়ে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে আলমারির ভিতরের জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছিল। এরপর আলমারি পরীক্ষা করতেই সামনে আসে চুরির ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, আলমারিতে রাখা নগদ ৫০ হাজার টাকা উধাও। শুধু তাই নয়, সোনার চেন, সোনা বাঁধানো শাঁখা, কানের দুল-সহ একাধিক সোনার ও রুপোর গয়নাও চুরি গিয়েছে। পরিবারের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, চুরি যাওয়া গয়নার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির জন্য রাখা অর্থের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ও চুরি যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের অভিযোগ, এটি কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পনা করেই চুরি করা হয়েছে। তাঁদের অনুমান, বাড়ির সদস্যরা কখন বাইরে যাবেন, সেই বিষয়ে আগে থেকেই নজর রাখা হয়ে থাকতে পারে। কারণ, পরিবারের সবাই নিরঞ্জনে বেরিয়ে যাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ির তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তবে চুরির পিছনে ঠিক কারা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নামে সোনারপুর থানার পুলিশ। কীভাবে দুষ্কৃতীরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল, এই ঘটনায় কতজন জড়িত এবং চুরির আগে থেকে বাড়িটির উপর নজরদারি চালানো হয়েছিল কি না, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। উৎসবের রাতে পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এমন চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রাখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

# বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, ১৭টি রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি আবহাওয়া দপ্তরের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ নভেম্বর মাসের অর্ধেক পেরোতেই দেশের আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর। একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ, অন্যদিকে উত্তর ভারতে সক্রিয় হয়েছে পশ্চিমা ঝঞ্ঝা। এই জোড়া ফলায় আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় দেশের সতেরোটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টি, তুষারপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৫ নভেম্বরের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরের সিস্টেমটি পূর্ণাঙ্গ নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে আবহাওয়ার ব্যাপক রদবদল ঘটতে চলেছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দুর্গাপুরের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। কিছু এলাকায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, ধানবাদ, বোকারো ও জামশেদপুর-সহ একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিহারের পটনা, গয়া ও মুজাফফরপুর-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঠান্ডা বাতাসের দাপটে পারদ তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে। উত্তর ভারতে পশ্চিমা ঝঞ্ঝার প্রভাবে জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল। কিছু পাহাড়ি অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। রাজধানী দিল্লিতেও হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার বেগে ঠান্ডা হাওয়া বইবে, যার ফলে সকাল ও সন্ধ্যায় শীতের অনুভূতি আরও বাড়বে। উত্তরপ্রদেশের মিরাট, আগ্রা, কানপুর, লখনউ এবং প্রয়াগরাজ-সহ একাধিক জেলায় সকালের দিকে ঘন কুয়াশা ও তাপমাত্রা হ্রাসের পূর্বাভাস রয়েছে। এছাড়া রাজস্থানের জয়পুর, উদয়পুর ও কোটায় ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ভোপাল ও ইন্দোর-সহ বেশ কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরলেও আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনের জেরে কৃষক এবং খোলা আকাশের নিচে কর্মরত সাধারণ মানুষকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

## হাতির করিডরে বিপদের ঝুঁকি এড়াতে সেলফি জোন 'ভালবাসি ঝাড়গ্রাম'



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ঝাড়গ্রাম ঘন শালবনের বুক চিরে চলে গিয়েছে পিচঢালা রাজ্য সড়ক। দু'পাশে সবুজ অরণ্য। মাঝেমধ্যেই সেই রাস্তা পেরিয়ে যাতায়াত করে হাতির দল। অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে বরাবরই আকর্ষণের। জঙ্গলের এমন মনোরম পরিবেশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার মোহ সামলাতে পারেন না অনেকেই। কিন্তু সেই ছবি তোলার নেশাই কখনও কখনও ডেকে আনছে বিপদ। হাতির করিডরে দাঁড়িয়ে নিজস্বী তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনার নজিরও রয়েছে জঙ্গলমহলে। এবার সেই ঝুঁকি এড়িয়ে পর্যটকদের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ করে দিতে উদ্যোগী হল বন দফতর। ঝাড়গ্রাম শহরের উপকণ্ঠে তৈরি হল 'ভালবাসি ঝাড়গ্রাম' নামে একটি সেলফি জোন। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের উদ্যোগে বাদরভোলায় প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় এই সেলফি জোনটি গড়ে তোলা হয়েছে। একটি উঁচু জায়গায় কাঠের পাটাতন তৈরি করে তার চারপাশ বাঁশ ও শালবল্লি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। শনিবার ওই সেলফি জোনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লদীকান্ত সাউ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম, ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মধুসূদন কর্মকার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদরভোলার কাছে শালবনি রাজ্য সড়কের দু'পাশে রয়েছে ঘন শালবন। এলাকাটি হাতির যাতায়াতের অন্যতম করিডর। প্রায়ই হাতির দল রাস্তা পারাপার করে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সুন্দর পিচের রাস্তা এবং দু'পাশের অরণ্যের দৃশ্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। অনেকেই গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে ছবি তোলেন। হাতির দল রাস্তা পারাপার করার সময়ও ছবি তোলার চেষ্টা করেন কেউ কেউ। তাতে প্রাণের ঝুঁকি থেকে যায়। হাতির সঙ্গে ছবি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে জঙ্গলমহলে। ডিএফও উমর ইমাম বলেন, পর্যটকেরা যাতে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে অরণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। হাতির করিডরে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার প্রবণতা কমানোও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকৃতির টানে ঝাড়গ্রামে আসা পর্যটকদের কাছে নতুন এই সেলফি জোন আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে বন দফতরের আশা। একই সঙ্গে বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা এবং মানুষের প্রাণের ঝুঁকি কমাতেও এই উদ্যোগ কার্যকর হবে বলে মনে করছেন বনকর্তারা।

## বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু দিবস পালন



দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, মগরা, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ শনিবার মগরা পয়েন্ট স্কুলের 'মনোরঞ্জন মোদক ভবনে' পালিত হল শিশু দিবস পালন। উক্ত শিশুদিবস উপলক্ষে মগরা পয়েন্ট স্কুলে এরা মঞ্চে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান যেমন অঙ্কন প্রতিযোগিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালিত হয় আলো ও বেলুন দিয়ে সাজানো হয় বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মঞ্চ। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারকরা অভিভাবকরা এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিযোগিতার পরে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সড়ক সার্টিফিকেট ও মেডেল ইত্যাদি দিয়ে। শিশ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪০ সংখ্যা, রবিবার , ২৮ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

## চরিত্র 'ঘনাদা'

কলকাতার এক মেসে সাধারণ সেই পারিবারিক চিঠি পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সারারাত জেগে বসে মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লিখে ফেললেন দুটি গল্প। কিছু যাদের নেই,-যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের গল্প কি হতে পারে না? 'প্রবাসী'র ১৯২৪-এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে দুটি গল্প প্রকাশিত হল। গল্প দুটি হল 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিণী'। 'কল্লোলের'১৩৩১-এর বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'শুধু কেরাণী'গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকশিত হল।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন,তবে কলেজে যাওয়ার বদলে প্রায়ই চলে যেতেন চিড়িয়াখানায়। ইচ্ছা হল কলার পরিবর্তে বিজ্ঞান পড়লে হয়,ছেড়ে দিলেন স্কটিশ চার্চ,ভর্তি হলেন সাউথ সুবারবন কলেজের বিজ্ঞান শাখায়। সেই ছেলের কল্পনার দ্বার খুলে দিয়েছিল একটা জীর্ণ পোস্টকার্ড, তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র বাঙালির সেই হারিয়ে যাওয়া বিচ্ছুরিত প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্ত, বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র ঘনাদার স্রষ্টা। ডাক্তারি পড়বেন বলে ঢাকায় ফিরেও গিয়েছিলেন,ভর্তি হতে চেয়েছিলেন ঢাকা'র মেডিকেল স্কুলে । সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম থাকল অপেক্ষামানদের তালিকায়। অপেক্ষা না করে ভর্তি হলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। সাহিত্য চর্চার উৎসাহ শামিত রেখে মন দিয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায়। ঢাকা শহর প্রেমেন্দ্রের হৃদয় জিতলেও ১৯২৪সালে তিনি বারবার কলকাতায় এসেছেন সাহিত্য ও পত্রিকার টানে। কলকাতায় দীনেশরঞ্জন দাশ,কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,ধীরাজ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তরা সবাই শিল্পে সাহিত্যে পত্রিকার সাথে যুক্ত।

সাহিত্য, শহর কলকাতা ছেড়ে আবার ঢাকায় ফিরলেন মন দিয়ে লেখাপড়া করলেন। কিন্তু বিপত্তি এল ছাত্রাবাসে। ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে প্রেমেন্দ্রকে ডাকা হলে সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। অক্সফোর্ড মিশন কতৃপক্ষের কাছে এই অপরাধ ক্ষমার নয় বিতাড়িত করা হল তাঁকে। ১৯২৫ সালটি অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলকাতায় ফিরে এলেন। বাল্যবন্ধুর প্রস্তাবে উনিশ টাকা বেতনে একটি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিলেন। সাহিত্যচর্চা-স্পন্দিত , উষ্ণ বন্ধুত্বময় পরিবেশের টানে ও নিজের সাহিত্য প্রতিভার অমোঘ দাবিতে কলকাতায় থেকেই গেলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,মুরলীধর বসু,কাজী নজরুল ইসলাম, সর্বোপরি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সাহিত্যসঙ্গী। মাঝে কিছুদিন ঝাঝা শহর ও কাশীতে থেকেছেন। সেখানে সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ চমৎকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাটক,ও চলচ্চিত্রে আকর্ষণ ছিল। তিনি সহজেই ওই বন্ধু গোষ্ঠীতে মিশে গেলেন। কাশীতেই পরিচয় বাংলা ভাষা সাহিত্যের গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেনের পুত্র বিনয় সেনের সঙ্গে। তবে কলকাতায় ফিরে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকলেন। সৃষ্টি করে গেলেন ঘনাদা।

## অসাধারণ গোল

১৯৫০ আর ১৯৬১ বিশ্ব ফুটবলে এমন দুটো গোল হয়েছিল, যার আগে পরে জুড়ি মেলা ভার। দুটোর ধরন অনেকটা এক রকম- সবাই তাই আদর করে এদের ডাকেন ত ডবল গোলদ নামে। প্রথমটা ঘটেছিল ১৯৫০ সালের ১ জুলাই, ফুটবল বিশ্বকাপে। ব্রাজিল সেদিন খেলছিল যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। রিও ডি জেনেরিওর মাকারানা স্টেডিয়াম সেদিন কানায় কানায় ভরা। মানুষের চিৎকারে কান পাতা দায়। খেলা শুরু হল বিকেলে। শুরুতেই ৪ মিনিটে এক গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলের অ্যাডেমির। তারপর অনেকক্ষণ গোল নেই। অবশেষে ৬৫ মিনিটে ব্রাজিলের মিডফিল্ডার জিজিনহো দারুণ একটা গোল দিলেন। ভাগ্য খারাপ। রেফারী বেঞ্জামিন কোন অজানা কারণে গোটা গোলটাই বাতিল করে দিলেন। খেলোয়াড়দের আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হল না। গোটা স্টেডিয়াম উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। কিন্তু রেফারি অনড়। এবার জিজিনহো যেটা করলেন সেটা করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। তিনি গোটা গোলটার অ্যাকশন রিপ্লে করলেন- তিনি ঠিক আগের স্পট দিয়েই বিপক্ষ দলের বক্সে ঢুকলেন, আগের বারের যুগোস্লাভ ডিফেন্ডারকে ঠিক আগের মতই বাঁ দিক দিয়ে ডান পায়ে আলতো কাটালেন, বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ডিফেন্ডারকে একইভাবে চমকে দিয়ে বল নিয়ে গোলকিপারের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে শট নিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিলেন জালে। ঠিক আগেরবারের মত। তবে একটা জিনিষ এবার নতুন হল। জাল থেকে বল বার করে নিজেই বারবার গোলে শট মারতে থাকলেন রাগী জিজিনহো। রেফারি বুঝলেন লক্ষণ ভাল না। এ খেলোয়াড় সুযোগ পেলে আরও দশবার একইভাবে গোল করবে। বেচারি রেফারি একরকম বাধ্য হয়েই গোলের সম্মতি দিলেন। এই গল্প হাঙ্গেরির পুসকাস জানতেন কিনা জানা নেই, তবে এগারো বছর পরে তিনিও ঠিক একই রকম এক 'ডবল গোল' করেছিলেন। খেলা চলছিল রিয়েল মাদ্রিদ বনাম আটলাটিকো মাদ্রিদের মধ্যে। রিয়েল মাদ্রিদ ফ্রি- কিক পেল। বক্সের একেবারে ধার থেকে শট নিলেন ফ্রাঙ্ক পুসকাস। বল জালে জড়াতেই দুই হাত মাথার উপরে তুলে উল্লাসে দৌড়াতে লাগলেন তিনি। রেফারিও তাঁর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল, দুঃখিত স্যার, এটা গোল হবে না। আমি তো বাঁশিই বাজাই নি। আগেরবারের মত বাঁ পায়ে জোরালো শট নিলেন তিনি। বল কামানের গোলার মত। খেলোয়াড়দের মাথার উপর দিয়ে একই ভাবে বাঁক নিয়ে বারপোস্টের উপরের বাঁ দিক ঘেঁষে। গতবারের মতই তাঁর আঙুলের ধার ঘেঁষে বল ভিতরে ঢুকে জালে জড়িয়ে গেল।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তি দিয়ে কীভাবে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

## সাধক রামপ্রসাদ



মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত তাঁর নাম করতেন। তাঁর রচিত গান শুনতেন। নরেনকে প্রায় বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওরে নরেন শ্যামা সঙ্গীত গান ধর। আমার বড্ড ভালো লাগে শ্যামা সঙ্গীত। ভক্তিগীতি গান ধররে নরেন। নরেন অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ভালো শ্যামা সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতি ভালো গাইতে পারতেন। তিনি তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে। সন্ধ্যা হলেই নরেন তানপুরা নিয়ে গান ধরতেন। সেই গান শুনতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের ভক্তিরস নিয়ে আসেন রামপ্রসাদ।

# ক্ষমতাচ্যুত শাসকের অন্দরমহলে বিদ্রোহ ভয়ের রাজনীতি কি তবে বুমেরাং হল

**শিবনাথ দাস**

রাজ্য রাজনীতির পটপরিবর্তনের পরও কালীঘাটের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অভ্যন্তরীণ ফাটল এবং সেই সূত্রে উঠে আসা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক থামছেই না। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এবার ঘরের অন্দর থেকেই তাঁর দীর্ঘদিনের শাসনপদ্ধতি ও ক্ষমতার দম্ভ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা অগ্নিশা ঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সমাজ মাধ্যম পোস্ট রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। অগ্নিশা তাঁর পোস্টে কারও নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও ক্ষমতার অপব্যবহার, দম্ভ এবং প্রাণহানির আশঙ্কার মতো যে গুরুতর ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, আগে মুখ খুললে বা ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ মানুষগুলির বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করলে আজ হয়তো তিনি তাঁর বাবা-মাকেই আর জীবিত দেখতে পেতেন না।

অগ্নিশা তাঁর লেখায় অত্যন্ত আবেগঘন ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলা যতটা সহজ, ক্ষমতার মসনদে বসে থাকা মানুষগুলির বিরুদ্ধে মুখ খোলা ততটাই কঠিন। ক্ষমতার অপ ব্যবহার যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা বাইরে থেকে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, সত্যের চেয়ে ক্ষমতার আওয়াজ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের ওপর চলা মানসিক চাপ ও ভয়ের পরিবেশের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জানান, সেদিন প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি বাবা-মাকে হারিয়ে ফেলতেন, তবে সেই সত্য দিয়ে কী হত? নীরবতাকে দুর্বলতা হিসেবে না দেখার বার্তা দিয়ে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, বাবা-মায়ের প্রাণ বাঁচাতে মুখ বুজে সব সহ্য করা কোনওভাবেই কাপুরুষতা নয়, বরং চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁদের বাঁচিয়ে রাখাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লড়াই।

বাবুন-কন্যার এই বিস্ফোরক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বর্তমান শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিগত শাসনকালের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। বর্তমান সরকারের সমর্থক ও রাজনৈতিক সমালোচকদের বক্তব্য অনুযায়ী, দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে রাজ্যে যে স্বৈরাচারী রাজনীতি, একনায়কতন্ত্র এবং ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল, তার আঁচ যে খোদ প্রাক্তন শাসক পরিবারের অন্দরেও পৌঁছেছিল, অগ্নিশার পোস্টই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সমালোচকদের দাবি, সাধারণ নাগরিক, বিরোধী কর্মী বা বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠরোধ করার যে অভিযোগ প্রায়শই পূর্বতন শাসকদলের বিরুদ্ধে উঠত, সেই একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে ছিলেন পরিবারের সদস্যরাও। তাঁদের মতে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন এবং পেশিশক্তির যে সংস্কৃতি আমদানি করা হয়েছিল, তা ঘরের মানুষের নিরাপত্তাকেও চরম প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আর সেই কারণেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বা চনে রাজ্যের মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে তার জবাব দিয়েছেন এবং শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের একাংশ এই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দিদির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন, তখন পরিবারেরই আরেক ভাই গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বাবুনের সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অপর অংশের মতে, এটি নিছকই একটি পারিবারিক মনোমালিন্য, সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, যাকে বর্তমান শাসকশিবির রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তাঁদের যুক্তি, অগ্নিশা তাঁর পোস্টে কোথাও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেসের নাম উল্লেখ করেননি। ফলে এই মন্তব্যকে সরাসরি পূর্বতন প্রশাসন বা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে ধরে নেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। তাছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাবুনের পাড়ার ক্লাবের কালী পুজোয় হাজির হওয়ার পর বিতর্ক তৈরি হলেও, ভাইফোঁটার দিন তৃণমূলের নেতাদের উপস্থিতিতে প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাত থেকে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোঁটা নেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে দলের সঙ্গে সম্পর্কের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রাক্তন শাসকদলের অন্দরমহল থেকে একের পর এক ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রকাশ্যে আসা ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন ঘটনা নয়। তবে সেই অভিযোগ যখন রাজ্যের প্রাক্তন শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবারের অন্দরমহল থেকে উঠে আসে এবং সরাসরি প্রাণসংশয়ের মতো গুরুতর বিষয় সামনে আসে, তখন তার রাজনৈতিক অভিঘাত স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি তীব্র হয়। একদিকে যেমন বর্তমান শাসকশিবির এই ঘটনাকে সামনে রেখে পূর্বতন সরকারের আমলে গণতন্ত্রের পরিবেশ, আইনের শাসন এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস একে একান্তই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় হিসেবেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। পরিবারের আরেক সদস্য অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরবতা এবং অন্যান্য সদস্যদের পরস্পর বিরোধী অবস্থান গোটা বিষয়টিকে আরও রহস্যময় ও জটিল করে তুলেছে। পরিশেষে বলা যায়, অগ্নিশা ঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমাজমাধ্যম পোস্ট বাংলার পরিবর্তিত রাজ নৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তাঁর এই তীব্র ক্ষোভের তির ঠিক কার দিকে এবং এর পেছনে প্রকৃত কারণ কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং এই পারিবারিক বিদ্রোহ আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য।

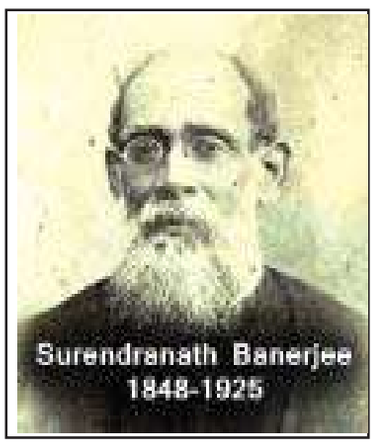


# ‘এ নেশন ইন মেকিং’ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের দর্শন শাস্ত্র

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বহু সাহিত্যিক কবি এবং রাষ্ট্র নেতারা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছিলেন যে সব গ্রন্থগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। যেমন কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শঙ্খ' কবিতা বা তাঁর রচিত গানগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দান করে। শুরুটা হয়েছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস লেখার মধ্যে দিয়ে। তিনি আনন্দমঠ উপন্যাস লিখে দেশ জুড়ে জাতীয় জাগরণের পরিবেশ তৈরি করে দিলেন। তাঁর রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত বিপ্লবীদের কাছে মন্ত্র হয়ে দেখা দিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজের কণ্ঠে কংগ্রেসের সম্মেলনে এই গানটি পরিবেশন করেন। সারা দেশ জুড়ে এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। তখনও কবিগুরুর 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখন বিপ্লবীরা 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করলেই ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করতো। ঠিক সেই সময়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থটি জাতীয় আন্দো লনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যাঁরা সংবিধান স্বাধীনতা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বইটি উৎসর্গ করেছেন-'এ নেশন ইন মেকিং'। বইটি তাঁর আত্মজীবনী হলেও এটি একটি ইতিহাসের দলিল হয়ে গিয়েছে। কীভাবে ভারত রাষ্ট্র তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইটি পাঠ করলে। ভারতকে রাষ্ট্রে পরিণত করতে গেলে কী কী প্রয়োজন তারও ব্যাখ্যা রয়েছে। রয়েছে রাষ্ট্রগুরুর কর্মধারা। রাষ্ট্রগুরু বারবার ভারতকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন শিক্ষা গ্রহণ কালে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আমরা অবাক হয়ে যাই যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো পাধ্যায় ভারতরে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বইটি এক সযে বই বাজারে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। পাওয়াই যাচ্ছিল না।




অথচ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল দলিল হল এই বইটি। এই অমূল্য বইটি প্রকাশ করে ইণ্ডিয়ান অ্যাসো সিয়েশন। আর্থিক কষ্টা থাকলেও বইটি প্রকাশ করে গবেষকদের এবং স্বাধীনতাকামী মানুষদের বহু উপাকার করা হয়েছে এটা বলতেই হবে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুরুতেই তিনি বইটি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন -"I have for some time been thinking of writing the Reminiscences of my life. I have been encouraged in the idea by the some of my friends, who think (and I share their view) that they may throw light on some of the most interesting capters in our currents history and help to elucidate them from the Indian standpoint. I belong to a generation that is fast passing away; and I have been in close touch, and I may add in active associaion with some of its most illustrious men, devoted workers in the public cause, who by their labours have largely contributed to our own Province and foster the beginnings of the real national life throuughout the country" বইটি ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ করেছেন মাত্র কয়েকটি কথায়। কেন তিনি এই ধরনের বই লিখতে গেলেন তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের নাগরিকেরা স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করছে বটে। কিন্তু তাদের তখনও স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনও ধারনা তৈরি হয়নি। সেই কারণে তিনি চিন্তা করলেন এমন একটি বই রচনা করবেন যা স্বাধীনতা কামী মানুষদের কাছে হাতিয়ার হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস যেমন হাতিয়ার হয়ে উঠল বিপ্লবীদের কাছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল কুমার রায় বইটির ভূমিকাতে লিখেছেন, "He was the father of Indian Nationalism, founder of the Indian Association and twice President of the National Congress. He travelled to differen parts of India to campaign for national unity and freedom of country. He, along with others, organized protests against the opressive acts and policies of the British goverments." । তারপরে বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই। তিনি লিখেছেন, "A Nation in Making' is a valuable social, political and historical pholosophy, prior to the formation of the Indian National Congress and afterwards 'in building up a democratic representive Government through Parliament sovereignty in free India'. It is moving history of stirring times in our national life based on experiences, intelligence and introspective outlooks under the forieng administration."। এই বইটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ইতিহাস, দর্শন, কংগ্রেসের সংঠন প্রস্তুতি, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত নির্মাণ করার ভিত তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা এই বইটি পড়লে বুঝতে পারা যাবে। তখন ভারতের কোনও কিছুই ছিল না। স্বাধীন ভারত তৈরি করার পর কেমন হবে সেই ভারত তার একটি পূর্ব রেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই যেভাবে বিস্তারিত করে বইটির বর্ণনা দিয়েচিলেন শুরুতেই তাতেই বইটি সম্পূর্ণ পাঠ হয়ে যায়। তবে সেটা খুবই সংক্ষিত করা হয়েছিল। বিস্তারিত ভাবে আলোচনা তিনি করেন নি।

## পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর

### পুলিশকে জনমুখী এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হল 'মিত্র অ্যাপ'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার একটি কথাই বলে আসছিলেন য়ে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে। যে পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিক চাপের কারণে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করেছিল সেই পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হবে। পুলিশ এখন আর কারোর দাস নয়। পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং জনকল্যাণের দিকে নজর রাখবে। পুলিশ দুষ্টের দমন এবং সৃষ্ঠের পালন করবে। এর অন্যথা হবে না। সেই কারণে তৈরি করা হল 'পুলিশ মিত্র'। পুলিশ কারোর শত্রু নয়, পুলিশ সকলের মিত্র। পুলিশকে আরও জনমুখী করাই লক্ষ্য, 'পুলিশ মিত্র' অ্যাপ চালু হল বাংলায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের মৌ স্বাক্ষর হল। পুলিশের আধুনিকীকরণ, পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য একাধিক পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার। এবার আধুনিক সরঞ্জাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। বাংলার 'পুলিশ মিত্র' অ্যাপ চালু হল। নবান্ন সভাঘর থেকে গত শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। মিত্র অ্যাপের লক্ষ্য কি? জানা গেল, পুলিশকে আরও জনমুখী করার জন্যই এই পদক্ষেপ। পুলিশ আধিকারিকরা কোন এলাকায় কর্মরত রয়েছেন, এই অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে। বিট অফিসাররা কোন দায়িত্বে রয়েছেন, সেগুলিও জানা যাবে। সাধারণ মানুষের কাছে বিট অফিসার, পুলিশ আধিকা রিকদের সম্পর্কে তথ্য থাকা উচিত সাধারণ মানুষের কাছে। পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ বাড়ানোর জন্যই এই পদক্ষেপ। প্রশাসনিক কাজে আরও স্বচ্ছতা আসবে, এমনই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকারের আমলে পুলিশে নিয়োগ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী রাজ্য। সেজন্য নিরাপত্তার বিষয়টিতে আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। ভালো ফলের জন্য আরও তিনমাস রাজ্য সরকারকে সময় দেওয়া উচিত। সেই কথাও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই অ্যাপ চালু করে সব থানা এলাকায় 'বিট পুলিশিং' বা বিট-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করেন। গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে এক একটি বিট করা হচ্ছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সংস্থা 'ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (বিপিআর অ্যান্ড ডি)-এর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়। বিপিআর অ্যান্ড ডি-র তরফে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিজি অলোক মিত্তল। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের আধুনিকিকরণ থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মতো বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের উপর জোর দেন। শুভেন্দু জানান যে, রাজ্য পুলিশে কর্মীসংখ্যায় বিপুল ঘাটতি রয়েছে। তা অচিরেই পূরণ হবে।



সাংবাদিক ঃ রবীন্দ্রকুমার শীল।
ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

# ড. বি.ভি. রাও-এর সম্মানে 'জাতীয় চিকেন দিবস'

**পার্থ প্রতিম বিশ্বাস**

ভারতের পোল্ট্রি শিল্পের জনক ডঃ বি.ভি. রাও-এর সম্মানে ১৬ ই নভেম্বর 'জাতীয় চিকেন দিবস' উদযাপন। ভারতের পোল্ট্রি শিল্পকে নতুন দিগন্তে নিয়ে যাওয়া পদ্মশ্রী ডঃ বি.ভি. রাও-এর স্মৃতিতে প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর পালিত হয় 'জাতীয় চিকেন দিবস'। দেশের পোল্ট্রি শিল্পের জনক হিসেবে পরিচিত ডঃ রাও-এর সম্মানে এই দিবসটি পালন করা হয়। কর্ণাটক পোল্ট্রি ফার্মার্স অ্যান্ড ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হল নিরাপদ, পুষ্টিকর ও সাশ্রয়ী মূল্যে মুরগির মাংস গ্রহণে জনসচেতনতা বাড়ানো। এর জন্য আয়োজন করা হয় সচেতনতা মূলক প্রচার, খুচরা বিক্রির ছাড় এবং বিনামূল্যে ডিম বিতরণ। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ছত্তিশগড় ও উত্তর ভারতের ব্রয়লার বেল্ট সহ বিভিন্ন রাজ্য

# বাংলার লোকসংস্কৃতিতে কার্তিক পুজো দেবসেনাপতির আরাধনায় মিশেছে ঐতিহ্য ও লোকবিশ্বাস

রতন দে, বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতিতে কার্তিক পুজোর রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়।



পৌরাণিক দেবসেনাপতি কার্তিকের আরাধনাকে ঘিরে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি জড়িয়ে রয়েছে সন্তানকামনা পারিবারিক প্রার্থনা এবং নানা আঞ্চলিক লোকাচার। কার্তিক মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়। কোথাও বাড়িতে কোথাও আবার পাড়ার উদ্যোগে সর্বজনীন ভাবে পুজো হয়। বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া হুগলির চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিক পুজো ঘিরে গড়ে উঠেছে নিজস্ব উৎসবের পরম্পরা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী কার্তিক শিব ও পার্বতীর পুত্র এবং দেবতাদের সেনাপতি। স্কন্দ কুমার ও ষড়ানন নামেও পরিচিত তিনি। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী তারকাসুরকে বধ করার জন্য তাঁর আবির্ভাব। ময়ূর তাঁর বাহন। সাধারণত অস্ত্রধারী সুদর্শন যুবকের রূপে তাঁর প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। তবে বাংলার লোকাচারে কার্তিকের আরাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কিছু সামাজিক বিশ্বাস। নৃতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় বাংলার কার্তিক আরাধনার সঙ্গে সন্তানকামনার সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। নিঃসন্তান দম্পতির সন্তানলাভের প্রার্থনায় কার্তিকের পুজো করার প্রথা বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত। কার্তিকের মূর্তি বাড়িতে এনে ব্রত পালন এবং মনস্কামনা পূরণের জন্য পুজো দেওয়ার রীতির কথাও গবেষণায় উঠে এসেছে। তবে এই বিশ্বাস ধর্মীয় ও লোকাচারের অংশ এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ কাটোয়ার কার্তিক লড়াই। পূর্ব বর্ধমানের এই শহরে কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিমা ও শোভাযাত্রার প্রতিযোগিতা চলে। বাঁশের কাঠামোয় একাধিক মাটির মূর্তি সাজিয়ে তৈরি করা হয় থাকা। তাতে পৌরাণিক কাহিনির বিভিন্ন চরিত্রের পাশাপাশি কার্তিক থাকেন মূল আকর্ষণ হিসেবে। কাটোয়া পুরসভার প্রকাশিত বিবরণেও কার্তিক লড়াইয়ের শোভাযাত্রা ও প্রতিযোগিতার বিশেষ পরিচয়ের উল্লেখ রয়েছে। তবে এই উৎসবের সূচনা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত। ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে ১৮শ শতকে তাঁতিদের হাত ধরে এই পরম্পরার বিকাশ ঘটে। আবার স্থানীয় লোককথায় সন্তানকামনায় কার্তিক পুজোর সূচনার কথাও বলা হয়। হুগলির চুঁচুড়ার গোলাবাগানের লড়াই কার্তিক ও পরিচিত। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের দাবি ওই পুজো ১৭১ বছরের পুরনো। প্রতিমার সাজে ঢাল ও তরবারি ব্যবহারের পিছনে ব্রিটিশ আমলের একটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। তবে সেই বিবরণের স্বাধীন ঐতিহাসিক প্রমাণ স্পষ্ট নয়। প্রাচীন বাংলায় কার্তিক আরাধনার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গেছে। গবেষণাপত্রে দিনাজপুর-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত কার্তিকের মূর্তির উল্লেখ রয়েছে। ফলে বাংলায় এই দেবতার আরাধনা যে দীর্ঘদিনের তার ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। তবে পুজোর বর্তমান আঞ্চলিক রীতিগুলির সূচনাকাল নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। সব মিলিয়ে, বাংলার কার্তিক পুজো পৌরাণিক আখ্যান ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্থানীয় লোকসংস্কৃতির এক মেলবন্ধন। অঞ্চলভেদে পুজোর রীতি ও উৎসবের ধরন বদলালেও লোকাচার এবং সামাজিক অংশগ্রহণই এই পরম্পরাকে আজও স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

# শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে শিশু দিবসে অভিনব উদ্যোগ 'সাথী পুরুলিয়া' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৪ নভেম্বর ঃ 'শিশুরা হলো আগামী দিনের ভবিষ্যত, প্রত্যেক শিশুর স্বপ্ন পূরণ হোক'- এই মহৎ প্রত্যাশা ও বার্তার মাধ্যমেই এদিন পালিত হলো বিশেষ দিনটি। শিশু দিবস উপলক্ষ্যে পুরুলিয়ার সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সাথী পুরুলিয়া'-র পক্ষ থেকে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হলো 'ভালোবাসার উপহার'।



এদিন সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত হন সিঁদুরপুর সাঁওতালডি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আমজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের খুদে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার উৎসাহ বাড়াতে এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে সংস্থার পক্ষ থেকে পঠনপাঠনের উপযোগী বিভিন্ন সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। উপহারের এই ঝুলিতে ছিল প্রয়োজনীয় খাতা, কলম, পেন্সিল, স্কেল, রবার এবং স্কুল ব্যাগ বা কলমদানি ইত্যাদি। 'সাথী পুরুলিয়া' সংস্থার এই ধরনের জনকল্যাণমূলক ও শিক্ষাবান্ধব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিদ্যালয় দুটির শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবক ও স্থানীয় এলাকাবাসী। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও শিশুদের কল্যাণে ও শিক্ষার প্রসারে এই ধরনের পাশ দাঁড়ানোর কাজ তাঁরা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাবেন।



*ছটপুজো উপলক্ষে বস্ত্র ও খাদ্যশস্য বিতরণ কুশমণ্ডিতে কর্মসূচি বিধায়কের। বিধায়ক কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপভোক্তাদের হাতে সামগ্রী তুলে দিলেন তাপস চন্দ্র রায় মানুষের পাশে থাকার বার্তা।*

# কলকাতার হাইকোর্টের নির্দেশ, কোচবিহারের ঐতিহাসিক সাগরদিঘিতে ছট পুজোর অনুমতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর ঃ কোচবিহারের ঐতিহাসিক সাগরদিঘি চত্বরে ছট পুজো আয়োজন সংক্রান্ত দীর্ঘ আইনি জটিলতা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। কলকাতা হাইকোর্টের সবুজ সংকেতে এবছরও সেখানে মহাসমারোহে ছট পুজো করার অনুমতি মিলেছে। আদালতের এই রায়ের পর স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায় ও পুজো আয়োজকদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের জোয়ার বইছে। শনিবার সকালে এই রায় সামনে আসার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) পক্ষ থেকে কোচবিহারে একটি বিশেষ প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুজো আয়োজকরা জানান, এর আগে ২০২৪ সালেও সাগরদিঘিতে ছট পুজো করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেবারও আদালতের হস্তক্ষেপেই পুজো সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং বিগত দুই বছর ধরে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। তবে চলতি বছরে পুনরায় প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। এই সমস্যার সুরাহা করতে আয়োজকরা প্রথমে জেলাশাসকের দপ্তর এবং পরবর্তীতে কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো স্থায়ী সমাধান না মেলায় বাধ্য হয়ে আয়োজকদের ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। শেষপর্যন্ত উচ্চ আদালত পুজো করার অনুমতি দেওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁরা। এদিনের প্রেস কনফারেন্সে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা নেতৃত্ব অভিযোগ করেন যে, একশ্রেণির মানুষের কথিত 'সেকুলার মানসিকতা'-র কারণে হরিজন সমাজকে তাঁদের মৌলিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য বারবার অযথা হেনস্তা ও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। যাবতীয় জল্পনা ও আইনি লাইয়ের অবসান ঘটিয়ে হাইকোর্ট ছট পুজোর অনুমতি দেওয়ায় আদালতের এই রায়কে 'ন্যায়ের জয়' বলেই অভিহিত করেছেন আয়োজক ও সমাজপতিরা।

# জেনারেটরে জড়িয়ে গেল চুল, ছাত্রীর চরম পরিণতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৪ নভেম্বর ঃ কালীপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের আনন্দ মুহূর্তেই রূপ নিল গভীর শোকে। ভাসান চলাকালীন ইঞ্জিন ভ্যানে রাখা জেনারেটরের পাখায় মাথার চুল জড়িয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক স্কুলছাত্রীর। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বাদকুল্লা ২ নম্বর গ্রাম



পঞ্চায়েতের বাপুজিনগর পুরন্দরপুর এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম দিয়া সরকার। সতেরো পেরিয়ে আঠারোর কোঠায় পা দেওয়া দিয়া স্থানীয় বাপুজিনগর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেয়েছে, প্রতিবছরের মতো এবারও বাপুজিনগর পুরন্দরপুর এলাকার শুভশ্রী সংঘ বারোয়ারির উদ্যোগে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। গতকাল রাতে এলাকা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গড়িয়াপোতা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে ফিরছিলেন পুজো উদ্যোক্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। শোভাযাত্রায় একটি ইঞ্জিন ভ্যানের ওপর জেনারেটর ও মাইক বাজছিল। মৃতার কাকা সরজিত সরকার জানান, ছোটবেলা থেকেই দিয়ার মাথার চুল অনেক লম্বা ছিল। বিসর্জন শেষে বাড়ি ফেরার পথে মাইকের তালে নাচতে নাচতে দিয়া হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাত হয়ে জেনারেটরের ওপর পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে চলন্ত জেনারেটরের পাখায় তার লম্বা চুল টেনে ধরে এবং জেনারেটরের সঙ্গে মাথায় সজোরে আঘাত লাগে। মৃতার জ্যাঠা প্রদীপ সরকার জানান, প্রতিবছরই রাস্তার ওপর এই বারোয়ারি পুজো হয় এবং সকলে মিলে বিসর্জনে যান। এদিন জেনারেটর ও মাইকের পাশেই নাচানাচি চলছিল। হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে দিয়ার চুল জেনারেটরে জড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেশিনটি এমনিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে দিয়ার মাথার সম্পূর্ণ চুল জেনারেটরে জড়িয়ে যাওয়ায় সে মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই লুটিয়ে পড়ে ওই ছাত্রী এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তাহেরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ভাসানে ব্যবহৃত সমস্ত গাড়ি এবং ঘাতক জেনারেটরসহ ইঞ্জিন ভ্যানটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উৎসবের আবহে স্কুলছাত্রীর এমন অকালমৃত্যুতে গোটা পুরন্দরপুর ও বাদকুল্লা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

# শিশুদের অধিকার শিক্ষা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার দেশজুড়ে পালিত শিশু দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর ঃ আজ ১৪ নভেম্বর দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে শিশু দিবস। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিনটি শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৮৮৯ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন নেহরু। শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহের কারণে তিনি চাচা নেহরু নামে পরিচিত ছিলেন। শিশুদের শিক্ষা স্বাধীন চিন্তাভাবনা এবং সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগের উপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। শিশু দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধুলা গান ও আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। তবে উৎসবের পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্নটিও এই দিনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে শিশু অধিকার সনদ। এই সনদ অনুযায়ী সাধারণভাবে ১৮ বছরের কম বয়সি প্রত্যেকেই শিশু। বৈষম্যহীনতা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ জীবন ও বিকাশের অধিকার এবং শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান-এই চারটি মূল নীতির উপর সনদটি প্রতিষ্ঠিত। ভারত ১৯৯২ সালের ১১ ডিসেম্বর সনদে যোগদান করে। উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয় ২০ নভেম্বর। ভারতেও শিশুদের অধিকার রক্ষায় রয়েছে একাধিক সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা। সংবিধানের ২১এ অনুচ্ছেদে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত। ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন ২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষায় রয়েছে পকসো আইন ২০১২। পাশাপাশি শিশুদের পরিচর্যা সুরক্ষা



পুনর্বাসন এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত নাবালকদের জন্য রয়েছে কিশোর ন্যায়বিচার আইন ২০১৫। আইনি ব্যবস্থা থাকলেও শিশুশ্রম অপুষ্টি বিদ্যালয়ছুট বাল্যবিবাহ নির্যাতন এবং আর্থসামাজিক বৈষম্যের মতো সমস্যা এখনও উদ্বেগের বিষয়। বিশেষত প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিশুদের শিক্ষা পুষ্টি ও নিরাপত্তার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। তাই শিশু দিবস শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আনন্দ উদ্যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি শিশুর জন্য বৈষম্যহীন শিক্ষা নিরাপদ পরিবেশ সুস্বাস্থ্য এবং মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্নও এই দিনের সঙ্গে জড়িত। শিশুদের ভবিষ্যতের পাশাপাশি তাদের বর্তমানকে সুরক্ষিত করার দায়িত্বও পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের।

# শিলিগুড়ির ঘাটগুলিতে ছট পুজোয় কড়া নিরাপত্তা, পরিদর্শনে গিয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ আসন্ন ছট পুজো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। এই উদ্দেশ্যে শনিবার সকালে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শহরের অন্যতম প্রধান লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট পরিদর্শন করে সেখানকার সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রস্তুতির খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী ঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের সুযোগ-সুবিধা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলোর বন্দোবস্ত এবং সুরক্ষার মানদণ্ডগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি, যেখানেই অতিরিক্ত সংস্কার বা ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ স্পষ্ট জানান, পুজো চলাকালীন কোনো পুণ্যার্থীকে যাতে সামান্যতম অসুবিধা না হয়, সেটাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। সার্বিক ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করতে চলতি বছর শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সমস্ত ছট পুজো কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেস প্রস্তুত করা হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি পুজো আয়োজনের স্থলের সমস্ত বিবরণ নথিভুক্ত থাকবে। এর সঙ্গেই পুজো আয়োজকদের উদ্দেশ্যে শব্দদূষণ রোধে কঠোর বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন, ছট পুজোর নামে কোনো অবস্থাতেই ডিজে বা অতিরিক্ত শব্দযুক্ত উচ্চ আওয়াজের বাজি ফাটানো বরদাস্ত করা হবে না। নিয়ম মেনে উৎসবের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত কমিটির কাছে জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ছট পুজো উপলক্ষে প্রতি বছর শিলিগুড়ির বিভিন্ন নদী ঘাটে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর ঢল নামে।

# অক্টোবর ২০২৬-এ মালবাহী লোডিং-এ ২৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৪ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অক্টোবর ২০২৬-এ পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী পারফরম্যান্স পঞ্জীভুক্ত করেছে। এই সময়ে ১.০৬৪ মিলিয়ন টন মাল লোড করেছে, যা অক্টোবর ২০২৫-এ রেকর্ড করা ০.৮৩৩ মিলিয়ন টনের তুলনায় ২৭.৭



শতাংশ বেশি। এপ্রিল থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত মোট পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ৭.২৯০ মিলিয়ন টন পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৬.৩৯০ মিলিয়ন টনের তুলনায় ১৪.১ শতাংশ বেশি। অক্টোবর ২০২৬-এ বেশ কয়েকটি প্রধান পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। কয়লা লোডিং ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ০.০১৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, অন্যদিকে ডলোমাইট লোডিং ৬১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ০.২৫৮ মিলিয়ন টন হয়েছে। ডলোমাইট লোডিং ৬১.৩ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ০.২৫৮ এমটি হয়েছে। খাদ্যশস্য লোডিং ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ০.০৫৪ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে অন্যদিকে ফল, শাকসবজি ও কাঠসহ বিভিন্ন পণ্য লোডিং ২২১.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ০.০৬১ মিলিয়ন টন হয়েছে। সার ও সিমেন্ট লোডিং যথাক্রমে ১২০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এই অঞ্চলে কৃষি ও নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। এই বৃদ্ধি এপ্রিল-অক্টোবর ২০২৬-এর সময়কালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সামগ্রিক পারফরম্যান্সেও প্রতিফলিত হয়েছে। সিমেন্ট লোডিং ১৪৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ০.৯০৩ এমটি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অন্যদিকে ডলোমাইট লোডিং ৪০ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬৮৭ এমটি হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের পণ্য লোডিং-এর পরিমাণ ১০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ০.২৭৪ মিলিয়ন টন হয়েছে। এছাড়া, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কয়লা ও কন্টেইনার লোডিং-এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৬.৫ শতাংশ ও ১০.৩ শতাংশবৃদ্ধি পেয়েছে। নেট টন-কিলোমিটারে পরিমাপকৃত পণ্য পরিবহন অক্টোবর ২০২৬-এ ৪৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা এক বছর আগের ৫১১ মিলিয়নের তুলনায় এটি বৃদ্ধি হয়ে প্রায় ৭৫৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে। এই পরিমাপটি পরিবহনকৃত পণ্যের পরিমাণ এবং অতিক্রম করা দূরত্ব, উভয়কেই প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করে এমন নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহন পরিষেবা প্রদানের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছে। খাদ্যশস্য, কৃষিপণ্য এবং উদ্যোগে ব্যবহৃত সামগ্রী পরিবহনের মাধ্যমে, রেলওয়ে কৃষকদের ও ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছাতে সহায়তা করে এবং উত্তর- পূর্বাঞ্চল ও তার বাইরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

## বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার দাতা- রাজেশ্বর পণ্ডিত, পিতা-জগন্নাথ পণ্ডিত, দোইলা, থানা- ইসুয়াপুর, জেলা-ছাপরা, বিহার। আমমোক্তার গ্রহীতা কমল পণ্ডিত, পিতা-জগন্নাথ পণ্ডিত। ন্যাশনাল প্লেস, পোঃ - বাকসাড়া, থানা- সাঁতরাগাছি, জেলা- হাওড়া। মৌজা-উত্তর বাকসাড়া, জে.এল. নং-০৭, আর.এস খতিয়ান-১০৫, আর. এস. দাগ নং- ২৪৯, এল.আর. দাগ- ৫৩৫, এল. আর. খতিয়ান- ৩১৭৭, ৩১৭৮, জমির পরিমান - ০.০২৪৪ একর বা ১ কাঠা ৭ ছটাক ৪২ বর্গফুট বাগান জমি, আমমোক্তার নামা দলিল নং ০০০৯৫৭, বুক নং ৪, পাতা- ১৬৬৭৭ হইতে ১৬৬৮৮, তারিখ-১৬.১১.২০২৬ ডি.এস.আর. হাওড়া। এই আমমোক্তার নামা পত্র সম্পর্কে কাহারো কোন যদি অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও., বালি জাগাছা এক অফিসে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। উক্ত আমমোক্তার নামা পত্র দেবাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, পিতা-দীনেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে মিউটেশন হইবে, যাহার কেস নং MN/2026/0503/9772

## বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পুষ্পা দেবী স্বামী -বিজয় সিং, সাং ও পোঃ-বানিপুর, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া ৭১১৩০৪, মহাশয় উক্ত স্বপন কুমার ঘোষ ও বনমালী ঘোষ উভয়ের পিতা-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সাং -রামচন্দ্রপুর, পোঃ ও থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া ৭১১৩ ১৩, মহাশয়গনের ৯.১২.২০২২ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিঃ কৃত ৬৪৩৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার কৌশিক সাহা পিতা- কাশীনাথ সাহা সাং-সাঁকরাইল সাহাপাড়া, পো- সাঁকরাইল, ও সন্দীপন দে পিতা-দ্বীপেন্দ্রনাথ দে সাং ও পোঃ- বানীপুর, উভয়ের থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, উভয়ের নিকট হইতে জেলা-হাওড়া, থানা সাঁকরাইল, মৌজা রামচন্দ্রপুর গ্রামে ৩১ নং জে. এল. ভূক্ত, হাল এল, আর, ৩৪৭৬ ও ৩৪৭৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ৭২ হাল ৭৮ নং দাগে কমিবেশি ২.৮৮৭৫ শতক সম্পত্তি ১.১০.২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪৯৪৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া নাম পত্তনে আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ বি. এল এন্ড এল আর ও সাঁকরাইল এর নিকট আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।

SUMAN SHAW
ADVOCATE
Howrah Judges Court,
Mob 9038217117

## প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1990PLC048885

নিবন্ধিত কার্যালয়: ১৪তম তল, স্যুট নং ১৪০৫, ওম টাওয়ার্স, ০২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১, ফোন নং +৯১-২২-৬৬০০১৪৬৬

ইমেল: abhishek@pafl.in, ওয়েবসাইট: www.pafl.in

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ হাজারে)

| ক্রম নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধবর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30/09/2026 (অনিরীক্ষিত) | 30/06/2026 (অনিরীক্ষিত) | 30/09/2025 (অনিরীক্ষিত) | 30/09/2026 (অনিরীক্ষিত) | 30/09/2025 (অনিরীক্ষিত) | 31/03/2026 (নিরীক্ষিত) |
| 1 | কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নীট) | 16,120.54 | 14,892.12 | 15,433.96 | 31,012.67 | 30,479.72 | 61,362.72 |
| 2 | সময়কালের নীট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পূর্ব) | (3,502.64) | 6,584.38 | 35,591.34 | 3,081.74 | 43,665.54 | 53,275.75 |
| 3 | কর-পূর্ব সময়কালের নীট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে) | (3,502.64) | 6,584.38 | 35,591.34 | 3,081.74 | 43,665.54 | 51,160.10 |
| 4 | কর-পরবর্তী সময়কালের নীট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে) | (4,206.00) | 4,283.02 | 33,764.00 | 77.03 | 41,336.03 | 47,345.36 |
| 5 | সময়কালের মোট বিকৃত আয় [সময়কালের লাভ/(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিকৃত আয় (কর-পরবর্তী) সহ] | (3,396.76) | 3,764.02 | 32,686.77 | 367.26 | 41,761.82 | 43,607.49 |
| 6 | পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০/- টাকা) | 50824.00 | 50824.00 | 50824.00 | 50824.00 | 50824.00 | 50824.00 |
| 7 | শেয়ারপ্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়): (টাকায়) মূল ও মিশ্রিত | (0.67) | 0.74 | 6.43 | 0.07 | 8.22 | 8.58 |

টীকা:

১. উপরোক্ত ফলাফল নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্তটি সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী সিএসই লিমিটেডের কাছে দাখিল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। উক্ত ফলাফলের পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com/ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafl.in-এ পাওয়া যাবে।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষরিত/-
অভিষেক গুপ্ত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন: 05269803

তারিখ: 14/11/2026
স্থান: মুম্বাই

## CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
E-mail: secretary@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 

## গৃহস্থালী

# দুর্গাপুজো, দীপাবলি, ভাইফোঁটায় পকেট ফাঁকা? মাসের শেষটা কীভাবে চালাবেন, ৮টি সহজ টিপস

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ উৎসব মানেই আনঃদ, হইহুল্লোড়, নতুন জামাকাপড়, উপহার আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। কিন্তু উসবের আনঃদ মিটতেই অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের কপালে পড়ে চিন্তার ভাঁজ। বিশেষ করে একের পর এক উসবের মরশুমে পকেটের উপর চাপ পড়ে যথেষ্ট। দুর্গাপুজোর কেনাকাটা, বাইরে খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি, তারপর কালীপুজো ও দীপাবলির বাজি, আলো এবং ভাইফোঁটার উপহার-সব মিলিয়ে মাসের শুরুতেই অনেকের সঞ্চয়ে টান পড়েছে। এখন আবার পরবর্তী বেতন হাতে পেতে বেশ কয়েকটা দিন বাকি। ফলে সংসারের দৈনঃদিন খরচ চালানো নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন বহু মানুষ। আপনার অবস্থাও কি একই রকম? মাসের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এসে বুঝতে পারছেন, হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে? তাহলে এখনই আতঙ্কিত না হয়ে প্রয়োজন খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা। কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই বাকি দিনগুলি তুলনামূলক স্বস্তিতে কাটাতে পারবেন। রইল সংসারের বাজেট সামলানোর ৮টি কার্যকর টিপস।

১. প্রথমেই হিসাব করুন, বেতন পেতে কতদিন বাকি-মাসের বাকি দিনগুলি কীভাবে কাটাবেন, তা ঠিক করার আগে হিসাব করে নিন পরবর্তী বেতন কবে পাবেন। ধরুন, বেতন পেতে এখনও ১০ দিন বাকি। তাহলে এই ১০ দিনের জন্য হাতে থাকা টাকাতেই সংসার চালানোর পরিকল্পনা করতে হবে।



প্রতিদিন কত টাকা খরচ করতে পারবেন, তার একটা সীমা নির্ধারণ করুন। এতে অপ্রয়োজনীয় খরচ করার প্রবণতা কমবে।

২. জরুরি খরচের তালিকা তৈরি করুন-হাতে কত টাকা রয়েছে, শুধু সেটুকু জানলেই হবে না। আগামী কয়েকদিনে কোন কোন খরচ করতেই হবে, তার তালিকা তৈরি করুন। যেমন বাজার, ওষুধ, বিদ্যুতের বিল, যাতায়াতের খরচ, সন্তানের পড়াশোনা কিংবা বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এই খরচগুলির টাকা প্রথমেই আলাদা করে রাখুন। বাকি টাকা দিয়েই সংসার চালানোর পরিকল্পনা করুন।

৩. বাইরের খাবার নয়, বাড়ির রান্নায় ভরসা রাখুন-উৎসবের সময় রেস্তরাঁয় খাওয়া কিংবা অনলাইনে খাবার অর্ডার করার অভ্যাস অনেকেরই বেড়ে যায়। কিন্তু মাসের বাকি দিনগুলিতে এই অভ্যাসে লাগাম টানুন। চেষ্টা করুন বাড়িতে রান্না করা খাবার খেতে। বাজার করার সময়ও প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা তৈরি করে যান। অপ্রয়োজনীয় খাবার বা দামি প্যাকেটজাত সামগ্রী কেনা এড়িয়ে চলুন। এতে বেশ কিছু টাকা বাঁচবে।

৪. অনলাইন শপিং থেকে দূরে থাকুন-মোবাইল খুললেই বিভিন্ন অনলাইন শপিং অ্যাপের আকর্ষণীয় অফার চোখে পড়ে। কখনও ফ্ল্যাশ সেল, কখনও বিশেষ ছাড়, আবার কখনও সীমিত সময়ের অফার। এই প্রলোভনে পড়েই অনেক সময় প্রয়োজন নেই এমন জিনিস কিনে ফেলি। তাই আপাতত অনলাইন শপিং অ্যাপ থেকে দূরে থাকুন। কোনও জিনিস পছ ঃদ হলেও এখনই কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রয়োজনীয় কেনাকাটা বেতনের পরের মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দিন।

৫. সপ্তাহান্তের আড্ডায় সাময়িক বিরতি দিন-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, রেস্তরাঁয় খাওয়া কিংবা সপ্তাহান্তে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখুন। কারণ, ছোট ছোট আড্ডা ও ঘোরাঘুরির খরচ যোগ করলে মাসের শেষে বড় অঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। তার বদলে বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন। এতে আনঃদও থাকবে, আবার পকেটেও চাপ পড়বে না।

৬. ধার নেওয়ার আগে দু'বার ভাবুন-মাসের খরচ সামলাতে গিয়ে পরিচিত বা আত্মীয়দের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার কথা অনেকের মাথায় আসে। কিন্তু খুব প্রয়োজন না হলে ধার নেওয়া এড়িয়ে চলুন। কারণ, পরের মাসে বেতন পেলেও সেই টাকা ফেরত দেওয়ার অতিরিক্ত চাপ তৈরি হবে। ফলে পরবর্তী মাসের বাজেটও বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সাময়িক সংযমের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করুন।

৭. ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে সতর্ক থাকুন-হাতে নগদ টাকা কম থাকলে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু মনে রাখবেন, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে খরচ করা মানে সেই টাকা আপনার নিজের নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিল মেটাতে হবে। সময়মতো বিল না মেটালে সুদ ও অতিরিক্ত চার্জের বোঝাও বাড়তে পারে। তাই আপাতত অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবেন না।

৮. প্রতিদিনের খরচ লিখে রাখুন-মাসের বাকি দিনগুলিতে কোথায় কত টাকা খরচ করছেন, তার হিসাব রাখুন। ছোট ছোট খরচও নোট করুন। দিনের শেষে একবার হিসাব মিলিয়ে দেখুন। এতে কোন খাতে বেশি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা সহজেই বুঝতে পারবেন। প্রতিদিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট খরচের সীমা রাখুন এবং যথাসম্ভব তা মেনে চলুন।

উৎসবের সময় আনঃদ করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই খরচের প্রভাব যাতে পরবর্তী মাসের সংসারে না পড়ে, সেদিকে নজর রাখা জরুরি। অযথা দুশ্চিন্তা না করে পরিকল্পনা করে খরচ করুন। মনে রাখবেন, কয়েকদিনের জন্য বিলাসিতা কমানো মানেই জীবনযাত্রার মান কমে যাওয়া নয়। বরং সঠিক আর্থিক পরিকল্পনাই আপনাকে মাসের শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে সংসার চালাতে সাহায্য করবে।

# 'সেভেন ফেল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টরেট হয়ে যাবেন না!'প্রশান্ত কিশোর

পাটনা, ১৪ নভেম্বর ঃ বিহারের রাজনীতিতে ফের মুখোমুখি সংঘাতে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে দু'জনের মুখোমুখি সাক্ষাতের ভিডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছিল জল্পনা। তাহলে কি এবার বরফ গলছে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে? সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন স্বয়ং প্রশান্ত কিশোর। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা হলেও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাই নয়, সম্রাট চৌধুরীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও ফের কটাক্ষ ছুড়েছেন তিনি। পিকের মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেই তিনি ' ফেল' থেকে ডক্টরেট হয়ে যাবেন না। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে বিহারের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সম্প্রতি পাটনায় বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ আরকে সিনহার স্মরণে আয়োজিত একটি প্রার্থনাসভায় মুখোমুখি হন প্রশান্ত কিশোর ও সম্রাট চৌধুরী। গত ৩০ অক্টোবর প্রয়াত হন সিনহা। তিনি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা ' অ্যান্ড ইঃটেলিজেন্স সার্ভিসেস'-এর প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তাঁর স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং জন সুরাজ পার্টির প্রধান। সেখানেই দু'জনের কথোপকথনের দৃশ্য ক্যামেরাবঃদ হয়। পরে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় নানা জল্পনা। ভিডিওটি সামনে আসার পর সাংবাদিকরা প্রশান্ত কিশোরকে প্রশ্ন করেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষা কি দুই পক্ষের তিক্ত সম্পর্কের অবসানের ইঙ্গিত? রাজনৈতিক অবস্থানে কি কোনও পরিবর্তন এসেছে? জবাবে পিকে স্পষ্ট করে দেন, এই সাক্ষা সম্পূর্ণ সামাজিক সৌজন্যের বিষয়।

### নাম পরিবর্তন

আমি Mojammel Molla, S/O Kebir Molla, গ্রামঃ বুদুর, পোঃ বাসুদেবপুর, থানা ঃ ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ৭৩১২৩৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার মায়ের সঠিক নাম Nurshova Bibi Molla. কিন্তু আমার পাসপোর্টে মায়ের নাম ভুলবশত Nursbova Bibi Molla করা হয়েছে। ১৩.১১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিকের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Nurshova Bibi Molla and Nursbova Bibi Molla এক এবং অভিন্ন।

## R.K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata- 700091 Email ID: info@rkwire.com website: www.rkwire.com PH. 033-46022790
CIN: L17233WB1983PLC036948

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026**

(₹. in Lakhs)

| Sl No | Particulars | Quarter ended 30.09.26 (Unaudited) | Quarter ended 30.06.26 (Unaudited) | Quarter ended 30.09.25 (Unaudited) | 6 Months ended 30.09.26 (Unaudited) | 6 Months ended 30.09.25 (Unaudited) | Year ended 31.03.2026 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | **Revenue from Operations** | | | | | | |
| | Sale of Products | 2,231.39 | 2,343.64 | 1,871.85 | 4,575.03 | 3,098.86 | 6,740.41 |
| | Other Income | 49.77 | 43.04 | 58.94 | 92.81 | 104.59 | 170.79 |
| | **Total Income** | **2,281.16** | **2,386.68** | **1,930.79** | **4,667.84** | **3,203.45** | **6,911.20** |
| (2) | **Expenses** | | | | | | |
| | Cost of Material Consumed | 1,808.80 | 1,621.58 | 1,225.28 | 3,430.38 | 1,731.77 | 4,347.70 |
| | Purchase of Stock-in-trade | 218.21 | 443.19 | 335.58 | 661.40 | 557.23 | 1,271.65 |
| | Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade | (80.70) | 139.20 | 8.42 | 58.50 | 383.89 | 203.27 |
| | Employee Benefits Expenses | 51.48 | 48.12 | 66.81 | 99.60 | 97.76 | 200.33 |
| | Finance Cost | 2.27 | - | 0.38 | 2.27 | 0.38 | 6.81 |
| | Depreciation, amortization and impairment | 22.21 | 22.19 | 22.81 | 44.40 | 43.44 | 83.96 |
| | Other Expenses | 141.54 | 102.50 | 151.63 | 244.04 | 267.00 | 556.36 |
| | **Total Expenses** | **2,163.82** | **2,376.78** | **1,810.91** | **4,540.60** | **3,081.47** | **6,670.08** |
| (3) | **Profit / (Loss) before Exceptional Item & Tax (1 - 2)** | **117.34** | **9.90** | **119.88** | **127.24** | **121.98** | **241.12** |
| (4) | **Exceptional Item** | 0.00 | 6.31 | (0.00) | 6.31 | - | (2.57) |
| (5) | Profit / (Loss) before Tax (3 - 4) | 117.34 | 16.21 | 119.88 | 133.55 | 121.98 | 238.55 |
| (6) | **Tax expense** | | | | | | |
| | -Current | 15.71 | 3.24 | 32.84 | 18.95 | 33.37 | 65.11 |
| | -Earlier years | - | - | - | - | 2.02 | 2.02 |
| | -Deferred | - | - | - | - | - | 0.38 |
| (7) | **Profit / (Loss) for the period (5 - 6)** | **101.63** | **12.97** | **87.04** | **114.60** | **86.59** | **171.04** |
| (8) | Other Comprehensive Income | | | | | | |
| | (i) Item that will not be reclassified to profit or loss remesurement of post employment benefit obligation | - | - | - | - | - | - |
| | (ii) Income Tax relating to above | - | - | - | - | - | - |
| | Other Comprehensive Income (OCI) for the period (net of taxes) | - | - | - | - | - | - |
| | Other Comprehensive Income for the period, net of tax | | | | | | |
| (9) | **Total Comprehensive Income for the period (7 + 8)** | **101.63** | **12.97** | **87.04** | **114.60** | **86.59** | **171.04** |
| (10) | Paid-up equity share capital (Face value - Re. 10/-) | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 74.98 |
| (11) | Other Equity | | | | - | | - |
| (12) | Earnings Per Share (EPS) of Rs.10 each (not annualised): | | | | | | |
| | Basic ( Rs.) | 13.55 | 1.73 | 11.61 | 15.28 | 11.55 | 22.81 |
| | Diluted ( Rs.) | 13.55 | 1.73 | 11.61 | 15.28 | 11.55 | 22.81 |

**Notes:**

1. The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2026, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on November 14, 2026. This Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act' 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single segment viz. Manufacturing of Wire and Wire Products.
3. Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Dated :14.11.2026

**For R K Wire products Limited**
**Sd/- Binod Kumar Bagaria**
**Director**
**(DIN - 00484802)**

# পূর্ব সিকিমে ভয়াবহ তুষারঝড়! বরফের চাদরে আটকে ৩০০-র বেশি গাড়ি

পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ফের বিপত্তির মুখে পর্যটকরা। পূর্ব সিকিমের উঁচু এলাকাগুলিতে আচমকা প্রবল তুষারপাতের জেরে আটকে পড়লেন প্রায় এক হাজার পর্যটক। বরফের পুরু আস্তরণে ঢেকে গেল রাস্তা। একের পর এক গাড়ি চলাচলের ক্ষমতা হারিয়ে মাঝপথে আটকে পড়ে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে রাস্তায় ' আইস' তৈরি হওয়ায়। তীব্র ঠান্ডা, প্রবল হিমেল হাওয়া এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বিপাকে পড়েন পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়েই উদ্ধারকাজে নামে ভারতীয় সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিকিম প্রশাসন। বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত চলে অভিযান। সেনাবাহিনীর তপরতায় শেষ পর্যন্ত ৯০০-রও বেশি মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদে গ্যাংটকে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়।সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পূর্ব সিকিমের নাথু-লা, শেরথাং, বাবা ধাম এবং ছাঙ্গু হ্রদ সংলগ্ন উঁচু এলাকাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয়। প্রথমদিকে পর্যটকরা বরফের সৌঃদর্য উপভোগ করলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। তুষারপাতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকায় রাস্তার উপর জমতে শুরু করে বরফের পুরু স্তর। ফলে স্বাভাবিক যান চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে ওঠে জওহরলাল নেহরু রোডের ১৫ মাইল ও ১৩ মাইলের মধ্যবর্তী থুলা খোলা এলাকায়। শেরথাং চেকপোস্ট ও পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন এই রাস্তায় প্রায় এক ফুট গভীর বরফ জমে যায়। বরফের পুরু আস্তরণে রাস্তা এতটাই পিচ্ছিল হয়ে পড়ে যে কোনও গাড়ির পক্ষেই সামনে এগোনো সম্ভব হচ্ছিল না।এর পাশাপাশি রাস্তায় তৈরি হয় বিপজ্জনক ' আইস'। সাধারণ বরফের মতো সাদা দেখায় না এই বরফের স্তর। রাস্তার উপর স্বচ্ছ বরফ জমে থাকায় দূর থেকে তা বোঝা কঠিন। ফলে গাড়ির চাকা সহজেই পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের গাড়িগুলি একের পর এক আটকে পড়ে। প্রায় ৩০০-র বেশি গাড়ি বরফের মধ্যে আটকে যায়। তার মধ্যে প্রায় ২৫০টি ছিল পর্যটকদের গাড়ি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বৃহস্পতিবার বিকেলের পর উদ্ধার অভিযানে নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পস। নাথু-লা, শেরথাং, বাবা ধাম এবং ছাঙ্গু হ্রদ সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান শুরু করেন সেনা জওয়ানরা। প্রবল তুষারপাত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই আটকে পড়া পর্যটকদের কাছে পৌঁছন তাঁরা। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগায় সিকিম পুলিশ ও প্রশাসন। বরফ সরিয়ে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা শুরু হয়। একে একে আটকে পড়া গাড়িগুলিকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত পর্যন্ত চলা অভিযানে ৩০০-র বেশি গাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। শুধু গাড়ি উদ্ধার নয়, পর্যটকদের নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেন সেনা জওয়ানরা। কনকনে ঠান্ডায় আটকে পড়া বহু পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করে সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিসার ব্যবস্থা করা হয়। পর্যটকদের জন্য গরম খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থাও করেন জওয়ানরা।

# 'সামনাসামনি বিতর্কে বসলেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থাকবে না মোদির!' বিস্ফোরক দাবি রাহুল গান্ধীর, ফের চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি বিতর্কের ময়দানে নামার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের আক্রমণাত্মক মেজাজে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এবার শুধু বিতর্কের আহ্বান নয়, রীতিমতো বিস্ফোরক দাবি করলেন তিনি। রাহুলের বক্তব্য, তাঁর স্মার্টফোনে এমন কিছু তথ্য ও প্রমাণ রয়েছে, যা প্রকাশ্যে এলে প্রধানমন্ত্রীর পদে আর থাকতে পারবেন না নরেন্দ্র মোদি। এমনকী, তাঁর দাবি, বিদেশি শক্তির সঙ্গে আপস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সংক্রান্ত প্রমাণও রয়েছে তাঁর ফোনে। রাহুলের আরও অভিযোগ, তাঁর ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে এবং তাঁর স্মার্টফোনকে ভয় পান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলনেতার দাবি, প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বিতর্কে বসেন, তাহলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে সরাসরি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবেন তিনি। রাহুলের অভিযোগ, দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপস করেছেন নরেন্দ্র মোদি। যদিও তাঁর এই গুরুতর অভিযোগের পক্ষে প্রকাশ্যে কী প্রমাণ রয়েছে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে সামনে আসেনি। রাহুলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্মার্টফোনকে ভয় পান। সেই কারণেই তাঁর ফোন নম্বর ট্যাপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। তাঁর বক্তব্য, ফোনে এমন তথ্য রয়েছে, যা সামনে এলে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়বে। এই নিয়ে তৃতীয়বার নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি বিতর্কে বসার আহ্বান জানালেন রাহুল। তাঁর দাবি, কোনও পূর্বনির্ধারিত ভাষণ বা



রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, তিনি চান খোলামেলা মুখোমুখি আলোচনা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা দু'জনেই একে অপরকে সরাসরি প্রশ্ন করবেন। কোনও পক্ষের অভিযোগের জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকবে অন্য পক্ষের কাছেও। রাহুলের কথায়, বিতর্কের নামে বড় বড় ভাষণ দিয়ে কোনও লাভ নেই। তিনি চান প্রধানমন্ত্রী তাঁর সামনে বসুন। দু'জনের মধ্যে সরাসরি প্রশ্নোত্তর হোক। তাঁর চ্যালেঞ্জ, এই বিতর্ক হলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়গুলি তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তুলে ধরতে পারবেন। এর আগে রাহুল গান্ধী যখন প্রথমবার সরাসরি বিতর্কের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন বিজেপির তরফেও পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, বিতর্ক করতে হলে সংসদে আসুন। প্রয়োজনে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। এবার সেই প্রসঙ্গ তুলেই অমিত শাহের বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, সংসদে বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। কৃষি আইন, ভোট চুরি, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর), চিনের সঙ্গে সীমান্ত পরিস্থিতি, প্রাক্তন সেনাপ্রধান এম এম নারাভানের বই এবং এপস্টেইন সংক্রান্ত বিষয়-একাধিক ইস্যুতে তাঁকে বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। রাহুলের বক্তব্য, সংসদে যদি বিরোধী দলনেতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেই দেওয়া না হয়, তাহলে সেখানে বিতর্কের প্রস্তাব দিয়ে কী লাভ? তাঁর মতে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিতর্কের জন্য প্রয়োজন দু'পক্ষের সমান সুযোগ এবং সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মানসিকতা। বিতর্কের জায়গা নিয়েও কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন রাহুল। তাঁর প্রস্তাব, যে কোনও জায়গায় এই মুখোমুখি আলোচনা হতে পারে। এমনকী, বিতর্কের বিচারক হিসেবে আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধানকেও রাখা যেতে পারে বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বারবার এই বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে রাহুল আসলে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে চাইছেন। একই সঙ্গে নিজেকে নির্ভীক ও আক্রমণাত্মক বিরোধী মুখ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তিনি। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং রাজনৈতিক প্রোটোকলের কারণে এই ধরনের ব্যক্তিগত মুখোমুখি বিতর্ক বাস্তবে কতটা সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবে রাহুলের এই চ্যালেঞ্জ যে বিজেপি ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করবে, তা বলাই যায়। সব মিলিয়ে, রাহুলের ফোনে কী এমন তথ্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ তুলছেন, সেই প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে। তবে অভিযোগ ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের বাইরে গিয়ে সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

# রামলীলা ময়দান নিয়ে একাধিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি

নয়াদিল্লি,১৪ নভেম্বর ঃ জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির রামলীলা ময়দানে কংগ্রেসের মেগা র‍্যালির পর দু'সপ্তাহও কাটল না। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ওই ময়দানে এবার বিক্ষোভ, মিছিল এবং জনসভা আয়োজনের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ নয়া নির্দেশিকার খসড়া (ভব্বডডট্টজ্ঞ গ্বজ্ঞটঞ্জ্ঞচ গুপ্তগন্ধশ্চত ভত্বড্ডশ্চ) বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরির পথে দিল্লি পুলিশ। তবে এই নির্দেশিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা খসড়াটি অনুমোদনের জন্য দিল্লি পুলিশের সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে। সেই এসওপি-তে বলা হয়েছে, রামলীলা ময়দানে সর্বাধিক ৫০ হাজার মানুষের জমায়েত করা যাবে এবং সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা, এই সাত ঘণ্টার মধ্যে কর্মসূচি শেষ করতে হবে। কর্মসূচির অন্তত ১০ দিন আগে আয়োজকদের অনুমতির জন্য আবেদন জানাতে হবে। মাঠের ধারন ক্ষমতা ৫০ হাজার হলেও কর্মসূচি অনুযায়ী সেটার পরিমাণ ঠিক করা হবে। যান নিয়ন্ত্রণ ও গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আয়োজকদের পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলতে হবে। কোনও ভাবেই রাস্তা, ফুটপাত কিংবা জরুরি পরিষেবার পথ অবরুদ্ধ করা যাবে না। কোনওরকম অস্ত্রশস্ত্র বা দাহ্য পদার্থ নিয়ে মিছিল করা যাবে না। মাসখানেক আগেই যন্তর মন্তরের ' হিসাবে স্বীকৃতি বাতিল করে নতুন বিক্ষোভস্থল হিসাবে রামলীলা ময়দানকে চিহ্নিত করে দিল্লি পুলিশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যন্তর মন্তরকে আর প্রতিবাদস্থল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তিনটি বিকল্পের ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। তারমধ্যে সবচেয়ে পরিচিত স্থান রামলীলা ময়দান। উত্তর দিল্লির বুরারি ময়দান এবং পূর্ব দিল্লির সিবিডি ময়দানকেও বিক্ষোভস্থল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে যন্তরমন্তর থেকে সবচেয়ে কাছে এই রামলীলা ময়দানই। দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। এই তিনটি জায়গার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হল রামলীলা ময়দান। রাজধানীর কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে কম দুরত্বে এটিই অবস্থিত। কিন্তু সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই ময়দান বুক করতে গেলে ১.২১ লক্ষ টাকা খরচ।

## FUSION CX LIMITED

FUSION POWER OF HUMAN CONNECT

Corporate Identity Number: U72900WB2004PLC097921
**Registered Office:** Plot No. Y9, Block EP & GP, Sector-5, Bidhan Nagar, Salt Lake, Kolkata, West Bengal – 700091, India
**Website:** www.fusioncx.com; **E-mail:** secretarial@fusioncx.com
**BSE Scrip Code:** 544995 | **NSE Symbol:** FUSIONCX

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026**

*(Rs. in Million except EPS)*

| Particulars | STANDALONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quarter Ended | | | Half Year Ended | | Year Ended |
| | 30.09.2026 Unaudited | 30.06.2026 Audited | 30.09.2025 Unaudited | 30.09.2026 Unaudited | 30.09.2025 Audited | 31.03.2026 Audited |
| Total income from operations | 759.21 | 700.56 | 670.16 | 1,459.77 | 1,450.63 | 2,908.31 |
| Net profit / (loss) before tax and exceptional items | 83.56 | 83.87 | 21.97 | 167.43 | 68.20 | 112.35 |
| Net profit / (loss) before tax | 83.56 | 83.87 | 21.97 | 167.43 | 68.20 | 112.35 |
| Net profit / (loss) after tax for the period / year | 77.57 | 71.78 | 19.94 | 149.35 | 70.57 | 122.25 |
| Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) after tax and other comprehensive income (after tax)] | 76.09 | 68.28 | 26.04 | 144.37 | 63.83 | 122.54 |
| Paid-up equity share capital (face value Re. 1/- each fully paid) | 127.06 | 126.33 | 126.01 | 127.06 | 126.01 | 126.33 |
| Other equity (excluding revaluation reserve) as per audited balance sheet of the previous year | - | - | - | - | - | 863.64 |
| Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (not annualised for interim periods): Basic (Rs.) | 0.61 | 0.57 | 0.16 | 1.18 | 0.56 | 0.97 |
| Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (not annualised for interim periods): Diluted (Rs.) | 0.61 | 0.57 | 0.16 | 1.17 | 0.56 | 0.96 |

*(Rs. in Million except EPS)*

| Particulars | CONSOLIDATED | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quarter Ended | | | Half Year Ended | | Year Ended |
| | 30.09.2026 Unaudited | 30.06.2026 Unaudited | 30.09.2025 Unaudited | 30.09.2026 Unaudited | 30.09.2025 Unaudited | 31.03.2026 Audited |
| Total income from operations | 5,403.25 | 5,038.47 | 4,362.67 | 10,441.72 | 8,556.68 | 18,518.31 |
| Net profit / (loss) before tax and exceptional items | 634.93 | 628.15 | 500.95 | 1,263.08 | 812.72 | 1,893.01 |
| Net profit / (loss) before tax | 634.93 | 628.15 | 500.95 | 1,263.08 | 812.72 | 1,893.01 |
| Net profit / (loss) after tax for the period / year | 586.33 | 556.16 | 446.66 | 1,142.49 | 730.88 | 1,688.17 |
| Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) after tax and other comprehensive income (after tax)] | 532.26 | 582.98 | 460.28 | 1,115.24 | 766.97 | 1,981.60 |
| Paid-up equity share capital (face value Re. 1/- each fully paid) | 127.06 | 126.33 | 126.01 | 127.06 | 126.01 | 126.33 |
| Other equity (excluding revaluation reserve) as per audited balance sheet of the previ

# রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য একাধিক রবিবার বন্ধ থাকবে কলকাতা মেট্রোর একাংশ

সৈকত দাস,কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও জরুরি কাজের জন্য আগামী কয়েকটি



রবিবার কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে আংশিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৫ নভেম্বর, ২২ নভেম্বর, ২৯ নভেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর ২০২৬-এই চারটি রবিবার শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। একইভাবে ১৩ ডিসেম্বর রবিবার শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। ১৩ নভেম্বর কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্ধারিত দিনগুলিতে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অংশে কোনও মেট্রো চলাচল করবে না। ফলে দক্ষিণ কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সাময়িক সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৫, ২২, ২৯ নভেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শাহীদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে ওই সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চালু থাকবে। এই দিনগুলিতে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমারগামী প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৯টায়। একই সময়ে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রোও ছাড়বে সকাল ৯টায়। শেষ মেট্রো পরিষেবা শাহীদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চালু থাকবে। সন্ধ্যা ৬ টার পর সম্পূর্ণ ব্লু লাইনে পুনরায় মেট্রো পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার সময়টি সম্ভাব্য বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, ১৩ ডিসেম্বর রবিবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শাহীদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। ওই দিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই অংশে কোনও মেট্রো চলাচল করবে না। তবে দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে। ওই দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দানগামী প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৯টায়। অন্যদিকে, ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে। শেষ মেট্রো পরিষেবা শহীদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী চালু থাকবে। সন্ধ্যা ৬টার পর সম্পূর্ণ ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রেও নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তন হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, ওই রবিবারগুলিতে ইয়েলো লাইন এবং গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। তবে রবিবার হওয়ার কারণে পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে কোনও পরিষেবা থাকবে না। রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামোগত কাজের স্বার্থেই এই ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সাময়িক অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে দুঃখপ্রকাশও করা হয়েছে। তাই নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের নির্দিষ্ট রবিবারগুলিতে মেট্রোয় যাতায়াতের পরিকল্পনা করার আগে যাত্রীদের পরিষেবার সময়সূচি ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার যাত্রীদের বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা মাথায় রেখেই নিজেদের যাত্রাপথ পরিকল্পনা করতে হবে।

# মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল ২০২৭ঃ বাংলার রাজকীয় ঐতিহ্য উদ্‌যাপনে প্রস্তুত

মুর্শিদাবাদ, ১৪ নভেম্বর ঃ টানা ২০০ বছর ধরে মুর্শিদাবাদ ছিল ভারতের অন্যতম ধনী শহর। কলকাতা কিংবা দিল্লির উত্থানেরও আগে মুর্শিদাবাদেই তৈরি হতো মুদ্রা, কাশিমবাজারের রেশম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো এই শহর থেকেই এবং এখানেই ছিলেন জগৎশেঠ-বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যাংকার। এই শহরে যেমন একটি হিন্দু চারবাংলা মন্দিরের পাশে রয়েছে জৈন কোঠি, তেমনই হাজারদুয়ারির রয়েছে ১০০০ টি দরজা এবং কাঠগোলা জৈন মন্দিরের বেলজিয়ান কাচ দেড়শো বছর পেরিয়েও আজও অক্ষত রয়েছে। এই ঐতিহ্য ও ইতিহাসের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে গত ১৬ বছর ধরে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি আয়োজন করে আসছে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল। ২০২৭ **সালের ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি** অনুষ্ঠিত হতে চলা এই উৎসবের আয়োজন এবার আরও বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় হতে চলেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার এবং এই অঞ্চলে পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে এ বছর উৎসবটি আয়োজিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন -এর সহযোগিতায়। **কেন জানুয়ারিই মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের সেরা সময়?** জানুয়ারি মাসে মুর্শিদাবাদ যেন তার সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। তাপমাত্রা থাকে ১২ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে-ভাগীরথীতে নৌবিহার, আজিমগঞ্জের জৈন মন্দির গুলিতে হেরিটেজ ওয়াক কিংবা বড়ি কোঠির সবুজ লনে হাই-টি উপভোগ করার জন্য আদর্শ আবহাওয়া। চারদিকে তখন সর্ষে ফুলের হলুদ সমারোহ, নদীর জল শান্ত এবং মন্দিরগুলির ছবি তোলার জন্য শীতের আলো হয়ে ওঠে অসাধারণ মনোমুগ্ধকর। এই সময়েই মুর্শিদাবাদের দৃশ্যমান ঐতিহ্যের পাশাপাশি তার অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁতিপাড়ার তাঁতিরা রোদে বসে তাঁত বোনেন, শীতকালীন সবজি দিয়ে তৈরি হয় শহরেওয়ালি জৈন রান্না এবং নদীর ঘাটে ভেসে আসে বাউল শিল্পীদের গান। সাংস্কৃতিক পর্যটনের জন্য বাংলার সবচেয়ে অনুকূল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখেই এই সময়টিকে উৎসবের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

# চোর ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ পুলিশকর্মী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ নভেম্বর ঃ অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে তাঁর ছোঁড়াগুলিতে জখম হলেন এক পুলিশ কনস্টেবল। শুক্রবার রাতে আহত পুলিশকর্মী বিশ্বজিত দাসকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বাঁ পায়ে গুলি লেগেছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সিসিইউয়ের ৯ নম্বর শয্যায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোলপুরের শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত লাইক বাজার এলাকায় এক অভিযুক্তকে ধরতে গিয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। সেই সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ওই ব্যক্তি গুলি চালান বলে অভিযোগ। তাঁর ছোঁড়া গুলিতেই বাঁ পায়ে জখম হন কনস্টেবল বিশ্বজিত দাস। ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শুক্রবার রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই রাতেই থানায় যান ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) সুপ্রভাত চক্রবর্তী। শনিবার সকালে আহত পুলিশকর্মীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি শ্রীহরি পাণ্ডে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা। বিশ্বজিতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা ও শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন ডিআইজি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বিশ্বজিত। তাঁর শরীরে গুলি নেই বলেও জানা গেছে। চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে পুলিশকর্মীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় পুলিশ মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। একদিকে আহত কনস্টেবলের চিকিৎসা, অন্যদিকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপ-সব মিলিয়ে এখন ঘটনার তদন্তের দিকেই নজর।


## PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline Tender and Quotation for the work of :Barricading and Emergent construction of temporary helipad and associated facilities in the district of Hooghly for proposed visit of the Hon'ble VVIPs scheduled to be held on 17th Nov 2026. under Hooghly Construction Division, PWD, during the year 2026-2027.**Offline NIT No. : WBPWD/EE/HCD/SHORT OFFLINE NIT 21/2026-27** Last date for issue of Bid papers is on **15.11.2026 up to 12:00 P.M.** Last date for receiving Tender papers in sealed cover is on **15.11.2026 up to 1:00 P.M.**Date of Opening of Tender: **15.11.2026 at 1:30 P.M** Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in**

**Sd/- J.P.Dhar**
**Executive Engineer, PWD**
**Hooghly Construction Division.**
**Chawkbazar, Hooghly**

## NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:

**Name of Work:** 1." Temporary IT Infrastructural Work of CCTV Surveillance System at the Helipad Grounds, Labanya Resort under Singur Police Station in Connection with the Proposed Visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on 17.11.2026." 2." Temporary IT Infrastructural Work of CCTV Surveillance System at the Helipad Grounds, Kumrirdanga Football Ground under Goghat Police Station in Connection with the Proposed Visit of the Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, on 17.11.2026."

**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-139 & 140 of 2026-27** Last date of submission of Quotation: **16.11.2026 up to 10:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

**Sd/-**
**EE,**
**Bidhannagar IT Division, PWD**


## অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড

CIN - L15133WB2022PLC251553

**রেজিস্টার্ড অফিস:** চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৩তম তল, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - 700 071

৩০/০৯/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(₹ লক্ষে)

| বিবরণ | সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য | | | বছর-থেকে-তারিখ | | সমাপ্ত বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | 30.06.2026 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.03.2026 |
| | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| **I. কার্যক্রম থেকে আয়:** | | | | | | |
| (ক) কার্যক্রম থেকে আয় | 13,244.24 | 10,829.40 | 12,184.70 | 24,073.63 | 21,023.78 | 41,492.27 |
| (খ) অন্যান্য আয় | 109.73 | 114.98 | 15.93 | 224.71 | 30.03 | 370.08 |
| **মোট আয় (ক+খ)** | **13,353.96** | **10,944.38** | **12,200.63** | **24,298.34** | **21,053.81** | **41,862.35** |
| **II. ব্যয়:** | | | | | | |
| (ক) ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় | 9,398.78 | 7,169.65 | 8,326.83 | 16,568.43 | 13,737.88 | 28,398.99 |
| (খ) স্টক-ইন-ট্রেড ক্রয় | - | | - | - | - | - |
| (গ) মজুতের পরিবর্তন | (420.29) | (18.22) | (134.71) | (438.51) | 90.09 | (155.37) |
| (ঘ) কর্মচারী সুবিধা ব্যয় | 360.31 | 394.31 | 361.06 | 754.63 | 789.75 | 1,677.91 |
| (ঙ) আর্থিক ব্যয় | 656.57 | 457.34 | 318.26 | 1,113.90 | 604.85 | 1,670.01 |
| (চ) অবচয় / পরিশোধন ব্যয় | 294.31 | 253.07 | 484.39 | 547.38 | 535.51 | 1,079.73 |
| (ছ) অন্যান্য ব্যয় | 1,888.97 | 1,620.25 | 1,824.78 | 3,509.22 | 3,590.97 | 5,980.52 |
| **মোট ব্যয় (II)** | **12,178.65** | **9,876.39** | **11,180.61** | **22,055.04** | **19,349.05** | **38,651.79** |
| **III. ব্যতিক্রমী বিষয় ও করের পূর্বে মুনাফা / (ক্ষতি)** | **1,175.31** | **1,067.99** | **1,020.02** | **2,243.30** | **1,704.77** | **3,210.56** |
| **IV. ব্যতিক্রমী ও পূর্ববর্তী সময়ের বিষয়** | - | - | - | - | - | (1.02) |
| **V. করের পূর্বে মুনাফা** | **1,175.31** | **1,067.99** | **1,020.02** | **2,243.30** | **1,704.77** | **3,209.53** |
| **VI. কর ব্যয়:** | | | | | | |
| (ক) করের সংস্থান - চলতি বছর | 305.58 | 277.68 | 255.92 | 583.26 | 434.41 | 802.74 |
| (খ) করের সংস্থান - পূর্ববর্তী বছর | - | - | - | - | - | 145.01 |
| (গ) বিলম্বিত কর | - | - | - | - | - | 18.55 |
| (ঘ) বাদ: MAT ক্রেডিট স্বত্ব | - | - | - | - | - | - |
| **মোট কর ব্যয় (VI)** | **305.58** | **277.68** | **255.92** | **583.26** | **434.41** | **966.30** |
| **VII. সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (V-VI)** | **869.73** | **790.31** | **764.10** | **1,660.04** | **1,270.36** | **2,243.24** |
| **VIII. অন্যান্য ব্যাপক আয়** | | | | | | |
| কর্মসংস্থান-পরবর্তী সুবিধা দায়বদ্ধতার পুনর্পরিমাপ | | | | | | (6.47) |
| **IX. সময়কালের মোট ব্যাপক মুনাফা / (ক্ষতি) (VII-VIII)** | **869.73** | **790.31** | **764.10** | **1,660.04** | **1,270.36** | **2,236.77** |
| **X. পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন** (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) | **2,182.00** | **2,182.00** | **2,182.00** | **2,182.00** | **2,182.00** | **2,182.00** |
| **প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে আয়** | | | | | | |
| (ক) মৌলিক (টাকায়) | 3.99 | 3.62 | 3.50 | 7.61 | 5.82 | 10.28 |
| (খ) মিশ্রিত (টাকায়) | 3.99 | 3.62 | 3.50 | 7.61 | 5.82 | 10.28 |

**টীকা:**

1. অনুপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর কোম্পানি কমিটি পর্যালোচনা করেছে এবং তারপর কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় তা অনুমোদন ও নথিভুক্ত করেছে। বিবৃতিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.annapurnasnacks.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি)-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সংশোধিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ সম্পন্ন করেছেন।

2. উপরের অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফল কোম্পানি অনুসৃত হিসাবরক্ষণ কাঠামো এবং অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ রীতিনীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মান (Ind AS) অনুযায়ী কোম্পানিকে আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়। তবে, স্বাধীন নিরীক্ষকের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনুযায়ী, এই আর্থিক ফলাফলে প্রযোজ্য Ind AS প্রয়োগের ফলে সম্ভাব্য আর্থিক প্রভাব নির্ধারণ ও পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত তথ্য ও সহায়ক হিসাব পর্যালোচনা প্রতিবেদনের তারিখে পাওয়া যায়নি।

3. Ind AS 108 "অপারেটিং সেগমেন্টস"-এ প্রদত্ত নির্দেশক নীতির ভিত্তিতে, কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটিমাত্র অপারেটিং সেগমেন্টের মধ্যে পড়ে এবং সেই কারণে Ind AS 108-এর প্রকাশ-সংক্রান্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য নয়।

4. কোম্পানি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এবং ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত একত্রিত (কনসোলিডেটেড) আর্থিক ফলাফলও প্রস্তুত করেছে। এসমিত আর্থিক ফলাফলে কোম্পানি ও তার সহায়ক সংস্থাগুলির আর্থিক ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

5. পূর্ববর্তী সময়/বছরের অঙ্কগুলি চলতি সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনমতো পুনর্গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনঃশ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও তরফে
**অনুপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড**
স্থা/-
রিতেশ শ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 02162433)

## অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড

CIN - L15133WB2022PLC251553

**নিবন্ধিত কার্যালয়:** চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৩তম তল, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - 700 071

৩০/০৯/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(₹ লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | সমাপ্ত ত্রৈমাসিক | | | বছরের শুরু থেকে | | সমাপ্ত বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | 30.06.2026 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.03.2026 |
| | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| **I. কার্যক্রম থেকে আয়:** | | | | | | |
| (ক) কার্যক্রম থেকে আয় | 19,068.22 | 12,675.74 | 14,194.09 | 33,350.31 | 24,949.51 | 52,008.05 |
| (খ) অন্যান্য আয় | 112.26 | 119.79 | 27.95 | 231.50 | 44.11 | 438.24 |
| **মোট আয় (ক+খ)** | **19,180.48** | **12,795.54** | **14,222.04** | **33,581.81** | **24,993.62** | **52,446.29** |
| **II. ব্যয়:** | | | | | | |
| (ক) ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ | 13,494.00 | 8,375.10 | 9,728.09 | 23,895.24 | 16,400.75 | 34,524.55 |
| (খ) পুনর্বিক্রয়ের জন্য ক্রীত পণ্য | 95.38 | 91.25 | 121.84 | 186.64 | 244.61 | 1,044.62 |
| (গ) মজুতের পরিবর্তন | (34.93) | (208.31) | (181.39) | (873.19) | (25.95) | (185.41) |
| (ঘ) কর্মচারী সুবিধা ব্যয় | 578.58 | 527.61 | 581.68 | 1,122.83 | 1,116.38 | 2,231.08 |
| (ঙ) আর্থিক ব্যয় | 721.68 | 497.86 | 338.83 | 1,289.30 | 651.45 | 1,841.41 |
| (চ) অবচয় / পরিশোধন ব্যয় | 399.67 | 352.79 | 554.34 | 748.71 | 675.41 | 1,508.55 |
| (ছ) অন্যান্য ব্যয় | 2,296.43 | 1,835.67 | 1,919.36 | 4,162.40 | 3,905.97 | 7,066.72 |
| **মোট ব্যয় (II)** | **17,550.82** | **11,471.98** | **13,062.74** | **30,531.93** | **22,968.61** | **48,031.52** |
| **III. ব্যতিক্রমী বিষয় ও কর-পূর্ব মুনাফা / (ক্ষতি)** | **1,629.65** | **1,323.56** | **1,159.30** | **3,049.88** | **2,025.02** | **4,414.77** |
| **IV. ব্যতিক্রমী ও পূর্ববর্তী সময়ের বিষয়** | - | - | - | - | - | **32.95** |
| **V. কর-পূর্ব মুনাফা** | **1,629.65** | **1,323.56** | **1,159.30** | **3,049.88** | **2,025.02** | **4,381.81** |
| **VI. করের ব্যয়** | | | | | | |
| (ক) করের সংস্থান - চলতি বছর | 423.71 | 344.13 | 301.42 | 792.97 | 526.50 | 1,086.51 |
| (খ) করের সংস্থান - পূর্ববর্তী বছর | - | - | - | - | - | 145.01 |
| (গ) বিলম্বিত কর | - | - | - | - | - | 60.04 |
| (ঘ) বাদ: MAT ক্রেডিট স্বত্ব | - | - | - | - | - | - |
| **মোট করের ব্যয় (VI)** | **423.71** | **344.13** | **301.42** | **792.98** | **526.50** | **1,291.56** |
| **VII. সময়কালের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (V-VI)** | **1,205.94** | **979.43** | **857.88** | **2,256.90** | **1,498.51** | **3,090.25** |
| **VIII. অন্যান্য ব্যাপক আয়** | | | | | | |
| কর্মসংস্থান-পরবর্তী সুবিধার দায়বদ্ধতার পুনর্পরিমাপ | | | | | | - |
| **IX. সময়কালের মোট ব্যাপক মুনাফা / (ক্ষতি) (VII-VIII)** | **1,205.94** | **979.43** | **857.88** | **2,256.90** | **1,498.51** | **3,090.25** |
| X. পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) | 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 |
| শেয়ারপ্রতি আয় (ইক্যুইটি) | | | | | | |
| (ক) মৌলিক (টাকায়) | 5.53 | 4.49 | 3.93 | 10.34 | 6.87 | 14.16 |
| (খ) তরলীকৃত (টাকায়) | 5.53 | 4.49 | 3.93 | 10.34 | 6.87 | 14.16 |

**টীকা:**

১. অনুপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল ("বিবৃতি") নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তার পরে ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত ও নথিভুক্ত হয়েছে। বিবৃতিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.annapurnasnacks.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ সম্পন্ন করেছেন।

২. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক অনুসৃত হিসাবরক্ষণ কাঠামো এবং অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ রীতিনীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। কোম্পানিকে প্রযোজ্য ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মান (Ind AS) অনুযায়ী আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়। তবে স্বত্ত্ব নিরীক্ষকের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনুযায়ী, প্রযোজ্য Ind AS প্রয়োগের ফলে এই আর্থিক ফলাফলে যদি কোনো আনুষঙ্গিক আর্থিক প্রভাব থাকে, তা নির্ধারণ ও পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট তথ্য ও সহায়ক হিসাব পর্যালোচনা প্রতিবেদনের তারিখে পাওয়া যায়নি।

৩. Ind AS 108 "পরিচালনগত বিভাগ"-এর নির্দেশক নীতির ভিত্তিতে, কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটিমাত্র পরিচালনগত বিভাগের অন্তর্গত এবং সেই কারণে Ind AS 108-এর প্রকাশ-সংক্রান্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য নয়।

৪. পূর্ববর্তী সময়/বছরের অঙ্কগুলি চলতি সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রয়োজনমতো পুনর্গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনঃশ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচালক পর্ষদের পক্ষে ও তরফে
**অনুপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড**
স্থা/-
রিতেশ শ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 02162433)

তারিখ: 14/11/2026
স্থান: কলকাতা

## Natibpur SKUS LTD

**Regn No-91 HG Date-20/05/1961**

**Vill + P.O – Natibpur, P.S-Khanakul, Dist.- Hooghly, PIN-712416**

**Memo No: 2/BOD election** **NOTICE** **Date: 13.11.26**

**In pursuance of W.B. CEC Regulation-2012 & Order no.716 Dated: 21.07.26 of the Returning Officer, & D.R.C.S., Cooperation Directorate, Hooghly Range, all concerned are hereby informed that the Election to BOD of the Society will be held on 04.12.26. Number of BOD to be Elected: 9 (Nine) of which 2(two) are reserved for women & 1(one) for SC/ST member. The election will be held on the basis of the final voter list published on 16.10.26**

**SCHEDULE FOR BOD ELECTION**

| SL. No. | Programme | Date | Time | Place | Authorised person |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Issue & receive of Nomination Papers | 17.11.26 & 18.11.26 | 11a.m. to 3 p.m. | Natibpur SKUS Ltd. | Prasanta Samanta, Manager |
| 2. | Scrutiny of Nomination Papers | 19.11.26 | From 12 (Noon) | Do | ARO |
| 3. | Publication of Valid Nomination Papers | 19.11.26 | After completion of scrutiny | Do | Prasanta Samanta, Manager |
| 4. | Last Date of Withdrawal of Nomination Papers | 21.11.26 | Within 3 p.m. | Do | Do |
| 5. | Publication of Final List of Contesting Candidates | 21.11.26 | After 3 p.m. | Do | Do |
| 6. | Date of Election ( if any) | 04.12.26 | 11a.m. to 3 p.m | Do | Polling Personnel |
| 7. | Counting of Votes ( if any) | 04.12.26 | After completion of Polls | Do | Do |
| 8. | Publication of Results | 04.12.26 | After completion of counting | Do | ARO |

**For more details please contact at Society Office.

**Date:13.11.26** **Sd/- Assistant Returning Officer Natibpur SKUS Ltd**

## MOTOREX CORPORATION LIMITED

**Regd. Off.:** Penn Court, 4th Floor, Flat-13, 5/B, Judges Court Road, Alipore, Kolkata - 700 027
**Email :** shah.chetan.59@gmail.com , **Website :** www.motorexcorp.in
**CIN - U35914WB1961PLC025217**

**EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026**

(₹. in Lakhs)

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Half Year Ended | | Year Ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.09.2026 | 30.06.2026 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2025 | 31.03.2026 |
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1 | Total Income from operations | 2.07 | 0.68 | 2.47 | 2.75 | 3.14 | 9.85 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items) | (0.20) | (1.77) | 1.53 | (1.97) | 0.77 | (2.74) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items) | (0.20) | (1.77) | 1.53 | (1.97) | 0.77 | (2.74) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items) | (0.20) | (1.77) | 1.53 | (1.97) | 0.77 | (2.74) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | (0.20) | (1.77) | 1.53 | (1.97) | 0.77 | (2.74) |
| 6 | Equity Share Capital | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | - | - | - | - | 151.39 |
| 8 | Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuning and discontinuning operations) | | | | | | |
| | Basic (₹) | (0.08) | (0.71) | 0.61 | (0.79) | 0.31 | (1.10) |
| | Diluted (₹) | (0.08) | (0.71) | 0.61 | (0.79) | 0.31 | (1.10) |

**Notes:**

1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on November, 14, 2026. It has been subjected to limited review by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged inter alia in the business of investment activities.
3. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and the Company's website at www.motorexcorp.in.
4. Previous periods' figures have

## পুরনো বিতর্ক ভুলে ‘পাপস্খলন’ ফেডারেশনের?

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ একটি জার্সি নম্বর, অথচ তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুই দশকেরও বেশি ইতিহাস, আবেগ এবং অসংখ্য সাফল্য। পর্তুগালের ফুটবল মানচিত্রে ৭ নম্বর জার্সি মানেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দেশের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির গড়েছেন তিনি। এবার সেই কিংবদন্তিকে বিশেষ সম্মান জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে পর্তুগালের প্রত্যেক ফুটবলার গায়ে চাপাবেন রোনাল্ডোর বিখ্যাত ৭ নম্বর জার্সি। শুধু তাই নয়, ম্যাচের সপ্তম মিনিটে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে সিআর সেভেনকে সম্মান জানাবেন দর্শকরাও। ফেডারেশনের এই উদ্যোগকে অনেকেই রোনাল্ডোর প্রতি অতীতের আচরণের জন্য কার্যত ‘ হিসেবেও দেখছেন। ২০০৩ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল রোনাল্ডোর। তারপর থেকে পর্তুগালের জার্সিতে একের পর এক ইতিহাস তৈরি করেছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই মহাতারকা। দীর্ঘ ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে দেশের ফুটবলের অন্যতম মুখ হয়ে থেকেছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৬ সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথমবার ইউরো কাপ জেতে পর্তুগাল। এরপর ২০১৮-১৯ এবং ২০২৪-২৫ মরশুমে উয়েফা নেশনস লিগের শিরোপাও জেতে পর্তুগিজরা। পর্তুগালের হয়ে ২৩৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৪৬টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোল এবং ম্যাচ খেলার রেকর্ডও তাঁর দখলে। তাই জাতীয় দলের ইতিহাসে তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ পরিকল্পনা করেছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন।

# বিষ্ণু-চিংলেনসানার জোড়া ধাক্কায় ধরাশায়ী ভুটান! ২-১ গোলে জিতে সাফ ফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের দাপট অব্যাহত। পাকিস্তান ও মালদ্বীপকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার পর এবার ভুটানকেও হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত



করল ব্লু টাইগার্স। শনিবার ঢাকায় প্রথম সেমিফাইনালে ভুটানকে ২-১ গোলে পরাস্ত করল ভারত। দলের হয়ে গোল করেন পিভি বিষ্ণু এবং অধিনায়ক চিংলেনসানা সিং। দুই ফুটবলারের জোড়া আঘাতেই শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল ভুটানের ‘ড্রাগন বয়েজ’দের। এই জয়ের ফলে দশমবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল ভারতীয় দল। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলছে ভারত। পাকিস্তানকে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল ব্লু টাইগার্স। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে মালদ্বীপকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে দল। এবার লক্ষ্য ছিল ভুটানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা। সেই লক্ষ্য নিয়েই শনিবার ঢাকার মাঠে নামে ভারতীয় দল। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রথম একাদশে চারটি পরিবর্তন আনেন কোচ নৌশাদ মুসা। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে দলের আক্রমণাত্মক ফুটবলে নতুন গতি আনতে চলেছে, ম্যাচের শুরু থেকেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গোলরক্ষকের দায়িত্বে ফেরানো হয় অর্শ আনোয়ার শেখকে। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ভালো পারফরম্যান্স করলেও এদিন প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি প্রিয়াংশ দুবের। মাঝমাঠে শুরু থেকেই খেলেন মাংলেনথাং কিপগেন। অন্যদিকে, আইএসএলের ব্যস্ত সূচির কারণে দেরিতে জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়া দুই ফরোয়ার্ড পিভি বিষ্ণু এবং ব্রাইসন ফার্নান্ডেজকেও প্রথম একাদশে রাখেন মুসা। রক্ষণভাগেও পরিবর্তন করা হয়। মহম্মদ উওয়াইসের পরিবর্তে সুযোগ পান নিখিল প্রভু। অধিনায়ক চিংলেনসানা সিংয়ের সঙ্গে রক্ষণ সামলানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ভারতকে। বলের দখল রেখে ভুটানের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকেন সুহেল ভাটরা। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই গোলের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সঃদীপ মাণ্ডি, বিষ্ণুর বাড়ানো বল ধরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভুটানের ডিফেন্ডার টোবডেনের বাধায় সেই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ভারতীয় সমর্থকদের। ম্যাচের মাত্র আট মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পিভি বিষ্ণু। বাঁ দিক থেকে বক্সের মধ্যে আসা একটি লম্বা তির্যক পাস অসাধারণ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণ করেন ইস্টবেঙ্গলের এই তরুণ ফরোয়ার্ড। এরপর দ্রুত বল নিজের পায়ের অনুকূলে এনে ডান পায়ে দুরন্ত শট নেন তিনি। ভুটানের গোলরক্ষককে কোনও সুযোগ না দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। ভারত এগিয়ে যায় ১-০ গোলে। গোল পাওয়ার পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ভারতীয় দল। আক্রমণের ঝাঁজ বজায় রেখে ভুটানের উপর চাপ তৈরি করতে থাকে ব্লু টাইগার্স। বিষ্ণুর গতি এবং ফরোয়ার্ড লাইনের তপরতায় বারবার সমস্যায় পড়তে হয় প্রতিপক্ষের রক্ষণকে। অন্যদিকে, ভুটানও ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালাতে থাকে। তবে ভারতের সংগঠিত রক্ষণভাগের সামনে সহজে জায়গা তৈরি করতে পারেনি তারা। এই ম্যাচে কোচ নৌশাদ মুসার প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে, তা স্পষ্ট। বিশেষ করে বিষ্ণুর অন্তর্ভুক্তি ভারতের আক্রমণে বাড়তি ধার এনে দেয়। গোল করে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেন তিনি। পাশাপাশি অধিনায়ক চিংলেনসানা সিংয়ের নেতৃত্বও দলের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করে। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু ও চিংলেনসানার গোলের সৌজন্যে ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় ভারত। ভুটান লড়াই চালালেও ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। অন্যদিকে, টানা তিন ম্যাচে জয়ের ধারায় থেকে সাফের ফাইনালে পৌঁছে গেল ব্লু টাইগার্স। এখন ভারতীয় দলের সামনে শেষ চ্যালেঞ্জ শিরোপা জয়। দশম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের লক্ষ্যে ফাইনালে নামার আগে আত্মবিশ্বাস যে অনেকটাই বেড়ে গেল, তা বলাই যায়। এবার দেখার, ফাইনালেও কি এই জয়ের ছ ঃদ ধরে রেখে ট্রফি ঘরে তুলতে পারে নৌশাদ মুসার দল!

# ‘টিমে কারা আছে ভুলে গিয়েছি!’ টসের মাঝেই রোহিত শর্মার ‘জ্বরে’ আক্রান্ত বৈভব সূর্যবংশী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবয়স মাত্র ১৫ বছর। এই বয়সেই বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হওয়ার নজির গড়েছে বৈভব সূর্যবংশী। তবে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সামলাতে গিয়ে প্রথম দিনেই ঘটে গেল এক মজার কাণ্ড! টসের সময় নিজের দলের ক্রিকেটারদের নামই নাকি ভুলে গেল বিহারের এই তরুণ অধিনায়ক। দলের কম্বিনেশন নিয়ে প্রশ্ন করতেই ক্যামেরার সামনে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বৈভব। তার এই কাণ্ডের ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আর তা দেখেই হাসির রোল নেটপাড়ায়। কেউ মজা করে বলছেন, ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার মতো ভুলোমনা হওয়ার রোগ ধরেছে বৈভবকে! শনিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাঠে নামে বিহার। এই ম্যাচেই প্রথমবার সিনিয়র পর্যায়ের ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করার সুযোগ পায় বৈভব। টস করতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয় নতুন ইতিহাস। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে নজির গড়ে সে। স্বাভাবিকভাবেই এত অল্প বয়সে এত বড় দায়িত্ব পেয়ে কেমন অনুভূতি হচ্ছে, তা জানতে আগ্রহী ছিলেন ধারাভাষ্যকার এবং ক্রিকেটপ্রেমীরা। টসের সময় সঞ্চালক বৈভবকে প্রশ্ন করেন, এত কম বয়সে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পেয়ে কেমন লাগছে? জবাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই নিজের অনুভূতির কথা জানায় ১৫ বছরের ক্রিকেটার। বৈভব বলে, এটা আমার কাছে স্বপ্নপূরণের মতো। যে দলের হয়ে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছি, সেই রাজ্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্যিই বড় ব্যাপার। আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা নিজের সর্বস্ব দিয়ে পালন করার চেষ্টা করব। কিন্তু এরপরই ঘটে যায় মজার ঘটনা। সঞ্চালক বৈভবের কাছে জানতে চান, দলের কম্বিনেশন কেমন?



অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিহারের প্রথম একাদশে কারা রয়েছেন? আর এই প্রশ্ন শুনেই কিছুটা থমকে যায় তরুণ অধিনায়ক। তারপর একেবারে সরলভাবে বলে বসে, আমার মনে হয় স্যর, আমি টিম কম্বিনেশন ভুলে গিয়েছি। বৈভবের মুখে এমন উত্তর শুনে হেসে ফেলেন সঞ্চালকও। মুহূর্তের মধ্যেই সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নেটিজেনদের একাংশের মতে, ভারতীয় ক্রিকেটে ভুলোমনা হিসেবে পরিচিত রোহিত শর্মার ছায়া যেন এবার বৈভবের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। রোহিতের বিভিন্ন সময়ে মাঠে সতীর্থদের নাম, ম্যাচের পরিস্থিতি কিংবা নানা বিষয় ভুলে যাওয়ার মজার মুহূর্ত নিয়ে আগেও বহু আলোচনা হয়েছে। তাই বৈভবের এই কাণ্ড দেখেও অনেকে রোহিতের সঙ্গে তুলনা টানছেন। এক নেটিজেনের মজার মন্তব্য, ১৫ বছর বয়সে এত বড় দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে এমন ভুল হতেই পারে। আবার কারও বক্তব্য, অধিনায়কত্বের চাপ যে কতটা, বৈভবের এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। তবে অনেকেই তরুণ ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের মতে, এত কম বয়সে সিনিয়র দলের নেতৃত্ব পাওয়া মোটেই সহজ বিষয় নয়। প্রথম ম্যাচের আগে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা স্নায়ুর চাপ কাজ করতে পারে। তবে টসের সময় মজার ঘটনার জন্ম দিলেও ব্যাট হাতে এদিন খুব বেশি নজর কাড়তে পারেনি বৈভব। বিহারের হয়ে ওপেন করতে নেমে ১২ বলে ১৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যায় সে। তার ছোট্ট ইনিংসে ছিল দু'টি চার এবং একটি ছয়। সৌরাষ্ট্রের বোলার চেতন সাকারিয়ার বলে আউট হয় তরুণ অধিনায়ক। উল্লেখ্য, অল্প বয়স থেকেই বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্য ক্রিকেটমহলে পরিচিত বৈভব সূর্যবংশী। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত ব্যাটিং এবং বড় শট খেলার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই তাকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। এবার নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েও নতুন ইতিহাস তৈরি করল সে। তবে প্রথম ম্যাচেই টসের সময় এমন ভুলের কারণে নতুন করে আলোচনায় বৈভব। ক্রিকেট মাঠে বড় রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি এবার নেটদুনিয়ায় হাসির খোরাকও হয়ে উঠেছে তার এই কাণ্ড। প্রশ্ন একটাই, রোহিত শর্মার মতো ভুলোমনা হওয়ার অভ্যাস কি সত্যিই ধরল ১৫ বছরের এই বিস্ময় প্রতিভাকে?

## চার ম্যাচের মাথাতেই গৌরমাঙ্গি সিংকে ছাঁটাই করল এফসি গোয়া, নতুন কোচের খোঁজে ম্যানেজমেন্ট

গোয়া,১৪ নভেম্বর ঃ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা, মাঠে ধারাবাহিকতার অভাব এবং পয়েন্ট টেবিলে ক্রমশ পিছিয়ে পড়া। সব মিলিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিল এফসি গোয়া। দলের প্রধান কোচ গৌরমাঙ্গি সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে বিবৃতি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় গোয়া ম্যানেজমেন্ট। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই এই বিচ্ছেদ বলে জানানো হয়েছে। তবে মরশুমের শুরুতেই দলের এমন পারফরম্যান্সের জেরে কোচের পদে এই পরিবর্তন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ফুটবল মহল। চলতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শুরু থেকেই প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারছে না এফসি গোয়া। মরশুমের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয় তাদের। এরপর নিজেদের দ্বিতীয় হোম ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির মুখোমুখি হয়েছিল গোয়া ব্রিগেড। সেই ম্যাচে যথেষ্ট লড়াই করলেও কাঙ্ক্ষিত জয় আসেনি। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল দুই দলকে। এরপর চলতি মাসের শুরুতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ইস্টার কাশীর বিরুদ্ধে মাঠে নামে টানা দু'বারের সুপার কাপজয়ী দল। সেই ম্যাচে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ায় গোয়া। এক গোলের ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়েছিল দল। মনে করা হচ্ছিল, এই জয় থেকেই হয়তো নতুন করে ছন্দে ফিরবে গোয়া। কিন্তু সেই প্রত্যাশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জয়ের কয়েক দিন পরই পেপ মুনোজের শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামে গোয়া। সেই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখতে হয় তাদের। ফলে ফের ধাক্কা খায় দলের আত্মবিশ্বাস। শুধু ঘরোয়া লিগেই নয়, এএফসি প্রতিযোগিতাতেও প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেনি গোয়া শিবির। একের পর এক ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর প্রভাব পড়তে শুরু করে লিগ টেবিলেও। বর্তমানে চার ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএল লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে রয়েছে এফসি গোয়া। তাদের ঠিক উপরে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফলে মরশুমের শুরুতেই পয়েন্টের অঙ্কে পিছিয়ে পড়ায় উদ্বেগ বাড়ছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষের। এই পরিস্থিতিতে কোচের ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। শেষ পর্যন্ত গৌরমাঙ্গি সিংয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিল ম্যানেজমেন্ট।
শুক্রবার ক্লাবের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘ গোয়া এবং প্রধান কোচ গৌরমাঙ্গি সিং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অবিলম্বে আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্লাব এই দায়িত্বে তাঁর প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানায় ।

# গম্ভীরের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ওয়াসিম জাফরের!

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, রনজি ট্রফি থেকে দলীপ ট্রফি- সর্বত্রই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন মহম্মদ শামি। তবুও জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য খোলেনি। শেষ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলার তারকা পেসার। শামির এই পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরব হলেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, নিউজিল্যান্ড সফরের ভারতীয় দলে শামিকে রাখা উচিত ছিল। এখনও টেস্ট ক্রিকেটে অন্তত ৫০টি উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই পেসারের। শুধু শামি নয়, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়েও বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্ট কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে অংশ নিতে হায়দরাবাদ দলকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন জাফর। বর্তমানে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্য দলের মেন্টরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। সল্টলেকের যাদবপুর ক্যাম্পাসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শামির প্রসঙ্গে নিজের মতামত জানান প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। জাফরের কথায়, শামিকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ও এখনও টেস্ট খেলার জায়গায় আছে। নিউজিল্যান্ড সফরের দলে ওকে রাখা উচিত ছিল। রবি শাস্ত্রী একেবারে ঠিক কথা বলেছেন। শামির এখনও ৫০টি টেস্ট উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ওর স্কিল এখনও দুর্দান্ত। কোনও ব্যাটারকে যদি বলা হয়, শামির মতো বোলারকে সামলাতে হবে না, নিশ্চিতভাবেই সে খুশি হবে। ওর দলে না থাকা আমাকে অবাক করেছে। বাংলার হয়ে গত মরশুম থেকেই নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন শামি। রনজি ট্রফিতে তাঁর পারফরম্যান্স যেমন নজর কেড়েছে, তেমনই দলীপ ট্রফিতেও বল হাতে সাফল্য পেয়েছেন তিনি। সেই পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ করে জাফর বলেন, শামি বাংলার হয়ে নিয়মিত খেলছেন। পূর্বাঞ্চলের হয়েও উইকেট পেয়েছেন। তাঁর বলের গতি কিংবা দক্ষতায় কোনও ঘাটতি চোখে পড়েনি। ঘরোয়া ক্রিকেটের সেরা ব্যাটারদেরও নিয়মিত আউট করছেন তিনি। তাহলে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য একজন বোলারের আর কী করার থাকতে পারে? জাফরের মতে, শামিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তি নেই। এদিকে, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়িয়েছেন জাফর। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের আগে দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের ভবিষ্য নিয়ে অহেতুক আলোচনা বন্ধ হওয়া উচিত। দলে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে হলে বিশ্বকাপের পর পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে। জাফরের বক্তব্য, রোহিত ও বিরাট দু'জনেই দলের অত্যন্ত অভিজ্ঞ সদস্য এবং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখেন। বিরাট বর্তমানে ভালো ফর্মে রয়েছেন। তাঁর ফিটনেসও যথেষ্ট ভালো। অন্যদিকে, বিশ্বকাপে রোহিতের পারফরম্যান্সও নজরকাড়া ছিল। ফলে এই দুই ক্রিকেটারকে এখনই সরিয়ে দেওয়ার কোনও কারণ দেখছেন না তিনি। শুধু তাই নয়, তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলের জন্যও রোহিত-বিরাটের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন জাফর। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কঠিন পরিবেশে তাঁদের উপস্থিতি অধিনায়ককে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আগামী বিশ্বকাপে ভারতকে অন্যতম ফেভারিট হিসেবেই দেখছেন প্রাক্তন এই ওপেনার। জশপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজের মতো পেসারদের উপস্থিতি দলের শক্তি বাড়াবে। তার সঙ্গে মহম্মদ শামিও যদি দলে থাকতেন, তাহলে ভারতীয় বোলিং আক্রমণ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারত বলে মনে করেন তিনি। ঘরের মাঠে ভারতের টেস্ট উইকেট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন জাফর। তাঁর মতে, অতিরিক্ত ঘূর্ণি উইকেট তৈরি করে ভারত নিজেরাই সমস্যায় পড়ছে। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিন খেলার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বরং ভালো ব্যাটিং উইকেটে খেললে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স আরও ভালো হতে পারে। বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের সময়ও তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

# মেসিহীন আর্জেন্টিনার শুরুতেই বড় ধাক্কা! ৩০ বছর পর ঘরের মাঠে প্রীতি ম্যাচে হার

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ লিওনেল মেসি নেই। আর মেসিকে ছাড়া প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা! বুয়েনস আইরেসের লা বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ১-২ গোলে হারতে হল লিওনেল স্কালোনির দলকে। ম্যাচের শুরু থেকে বলের দখল এবং আক্রমণে আধিপত্য থাকলেও গোলের সামনে ব্যর্থ হলেন এনজো ফার্নান্ডেজ, হুলিয়ান আলভারেজরা। উল্টে আত্মঘাতী গোলের ধাক্কায় পিছিয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা। শেষ দিকে আলভারেজ ব্যবধান কমালেও হার এড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রায় ৩০ বছর পর ঘরের মাঠে প্রীতি ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হল আলবিসেলেস্তেদের। স্বাভাবিকভাবেই মেসি-পরবর্তী আর্জেন্টিনার ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। গত মাসে বেনিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন লিওনেল মেসি। দেশের জার্সিতে ২০৭টি ম্যাচের বর্ণময় অধ্যায়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান এলএম১০। তাঁর অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনা কীভাবে নিজেদের নতুন করে গড়ে তোলে, সেদিকেই নজর ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। কিন্তু নতুন যুগের প্রথম পরীক্ষাতেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হল স্কালোনির দলকে। অধিনায়কহীন আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দিল উরুগুয়ে। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে আর্জেন্টিনা। বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনছিলেন এনজো ফার্নান্ডেজরা। বিশেষ করে নিকো পাজের পাস থেকে বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু গোলের সামনে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়ান উরুগুয়ের গোলরক্ষক



ফ্রিস্টোফার ফিয়েরমারিন। তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সে প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে পারেনি বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ফলে বিরতিতে গোলশূন্য অবস্থাতেই মাঠ ছাড়ে দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। ৪৮ মিনিটে জর্জিয়ান দে আরাসকায়েতার ফ্রিকিক থেকে বিপদ তৈরি হয় আর্জেন্টিনার বক্সে। বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে লিসান্দ্রো মার্টিনেজের হেড সতীর্থ লিওনার্দো বালের্দির গায়ে লেগে জালে ঢুকে যায়। আত্মঘাতী গোলের সৌজন্যে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। এমন অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় চাপে পড়ে যায় স্কালোনির দল। প্রথম গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আঘাত হানে উরুগুয়ে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে তারা। দে আরাসকায়েতার নেওয়া কর্নার থেকে বল ম্যাক্সি আরাউহোর গায়ে লেগে আর্জেন্টিনার জালে জড়িয়ে যায়। পরপর দুই গোল হজম করে কার্যত ব্যাকফুটে চলে যায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
তবে হাল ছাড়েননি আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে দল। অবশেষে ৭৮ মিনিটে সাফল্য আসে। হুলিয়ান আলভারেজের গোলে ব্যবধান কমায় আর্জেন্টিনা। এরপর সমতা ফেরানোর জন্য আরও আক্রমণ চালায় স্কালোনির দল। শেষদিকে আলভারেজের সামনে গোল করার সুযোগও এসেছিল। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। ফলে ১-২ ব্যবধানে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। তবে এই পরাজয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। মেসির অনুপস্থিতিতে নতুন দলকে গড়ে তুলতে সময় লাগবে বলেই মনে করছেন তিনি। ম্যাচের পর স্কালোনি বলেন, ধৈর্য ধরতে হবে। ছেলেরা তরুণ। ওরা দলের জন্য নিজেদের সমস্তটুকু উজাড় করে দেবে। দলকে ওরা কাঁধে তুলে নেবে, এমন প্রত্যাশা এখনই করা যায় না। কাজটা কঠিন ছিল। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন এত ভালো দল। পরিসংখ্যানও এই হারকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। প্রায় ৩০ বছর পর নিজেদের ঘরের মাঠে কোনও প্রীতি ম্যাচে হারল আর্জেন্টিনা। এর আগে ১৯৯৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর মার দেল প্লাতায় যুগোস্লাভিয়ার কাছে হেরেছিল তারা। পাশাপাশি টানা ৩০টি প্রীতি ম্যাচে অপরাজিত থাকার ধারাও শেষ হল। ২০১৯ সালের ২২ মার্চ ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে হারের পর এই প্রথম প্রীতি ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ পেল আলবিসেলেস্তেরা। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ সাক্ষাতেও হারের মুখ দেখতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। এবার ঘরের মাঠেও একই পরিণতি। ফলে মেসির বিদায়ের পর দলকে নতুনভাবে সাজানোর চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হয়ে উঠল স্কালোনির সামনে। যদিও ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানো কোচ তরুণ ফুটবলারদের উপর আস্থা রাখতে চান। মেসির মতো মহাতারকার শূন্যস্থান পূরণ করা যে সহজ নয়, তা প্রথম ম্যাচেই স্পষ্ট। তবে আর্জেন্টিনার সামনে এখন একটাই পথ-নতুন নেতৃত্ব, নতুন পরিকল্পনা এবং তরুণদের নিয়ে ভবিষ্যতের দল তৈরি করা। মেসিহীন যুগে আলবিসেলেস্তেরা কত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এবার সেটাই দেখার।






দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্